NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারে বিশ্বব্যাংকের ২৮৬ মিলিয়ন ডলারের ঋণ

ভাইপোকে বাঁচাতে মমতা ব্যানার্জি ফাইল চুরি করেছেন: অর্জুন সিং ২

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ৩ মাঘ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.01.2026, Vol.19, Issue No. 217, 8 Pages, Price 3.00

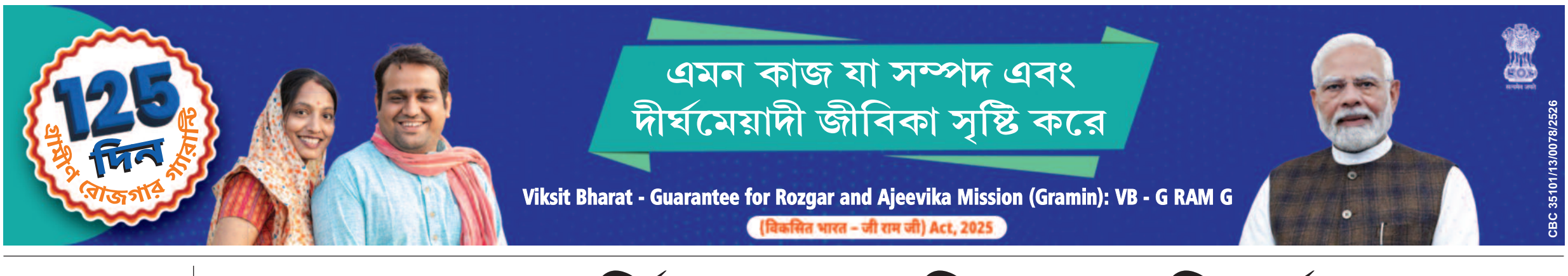

শুভেন্দুর আভাস

■ নদিয়ার চাকদহের সভা থেকে লদীর ভান্ডার নিয়ে আরও একবার সোচ্চার হলেন শুভেন্দু। তাঁর সাফ বক্তব্য, 'লদীর ভান্ডার আমরা আরও ভাল দেব।' শুভেন্দু পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, 'ওড়িশায় মহিলাদের বছরে একবার এককালীন মহিলাদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেন। হরিয়ানার বিজেপি সরকার ২১০০ টাকা দেয়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ২০০০ টাকা দেন।' তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হওয়ার পরেও এখনকার বর্তমান সরকার যে সমস্ত প্রকল্প চালাচ্ছে তার মধ্যে একটা স্কিমও বন্ধ হবে না। আর তাছাড়া আমাদের ইস্তেহারে আমরা যে সমস্ত প্রকল্পের কথা বলব তা বাস্তবের রূপ পাবে। এটা গোটা দেশেই আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড।'

বিএমসিতে এগিয়ে পদ্ম

■ মরাঠি অস্মিতায় শান দিয়ে বৃহন্মুম্বই পুর কর্পোরেশনে অনেকটাই এগিয়ে বিজেপি। মহারাষ্ট্রের ২৯ পুরসভার লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক রাজধানীর দখল হয়তো থাকবে বিজেপির হাতে। দেশের সবথেকে ধনী পুরসভা, বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে জয়ের পথে বিজেপি-শিবসেনার মহাজুটি। শেষ আপডেট অনুযায়ী, ২২৭টি আসনে এখন বিজেপি শাসিত জোট ১১৬টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে। বিজেপি একা ৮৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, শিবসেনা ২৮টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে। শেষবার ২০১৭ সালে মহারাষ্ট্রের রাজধানীতে মুম্বই পুরসভা নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল শিবসেনা। এবার সেই দুর্গে ফাটল ধরিয়েই বিজেপি পদ্ম ফোটাবে কি না তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

মুকুল-রায়ে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্যবাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। গত ১৩ নভেম্বর হাইকোর্ট যে রায়ে দলত্যাগ বিরোধী আইনের ভিত্তিতে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ বাতিল করেছিল, সেই রায়ের কার্যকারিতা আপাতত স্থগিত থাকছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির বেঞ্চ ওই রায় দিয়েছিল।

ঝাড়খণ্ডে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের, অগ্নিগর্ভ বেলডাঙা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র বেলডাঙা। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। অবরোধ করা হয় বেলডাঙা স্টেশনও। তৃণমূল, বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সকাল থেকে অবরোধের কারণে বহু যাত্রী আটকে পড়েন। জাতীয় সড়কে যানজট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আটকে থাকে ট্রেনও। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছয়।

শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার মহেশপুরে রেললাইনে বাঁশ ফেলে বসে পড়েন শয়ে শয়ে মানুষ। আপ ও ডাউন লাইনে থমকে যায় হাজারিকা এক্সপ্রেস-সহ একাধিক লোকাল ট্রেন। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। সেখানেও শয়ে শয়ে বাস এবং লরি আটকে পড়ে।

পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর প্রায় ৫ ঘণ্টা পর সচল হয় মুর্শিদাবাদের রেলপথ এবং সড়কপথে যোগাযোগ। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মুর্শিদাবাদের আরও এক শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় বেলডাঙায়। শুক্রবার সকাল থেকে রেললাইন এবং ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা। টানা তিন-চার ঘণ্টা অবরোধের জেরে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চরম ভোগান্তির শিকার হন হাজার হাজার যাত্রী। ওই পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ এবং কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি মৃতের বাড়িতে গিয়েও পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

মৃত শ্রমিকের নাম আলাউদ্দিন শেখ (৩০)। বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামে তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছোয়। জানা যায়, ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, যুবককে পিটিয়ে খুন করার পর তাঁর দেহ ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি চেয়ে পথে নামেন তাঁরা। পরিবারের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের শ্রমিক হওয়ার কারণেই যুবকের এই পরিণতি।

শুক্রবার যুবকের দেহ গ্রামে ফেরে। তার পরেই উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বেলডাঙার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। আটকে দেওয়া হয় বেলডাঙা স্টেশনও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কিন্তু অশান্তি থামেনি। ভাঙচুর চলে বেলডাঙার রাস্তায় থাকা ট্রাফিক কিয়স্কে। ভাঙা হয় পুলিশের গাড়ি। ছোড়া ইটের ঘায়ে অন্তত ১২ জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জন সাংবাদিকও রয়েছেন। একজন সাংবাদিক মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। দুপুরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে যান মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সানি রাজ এবং জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া। বেশ কিছু ক্ষণের আলোচনার পরে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে রাজি হন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর তদন্ত হচ্ছে। সুবিচার পাবে পরিবার। এর পর ধীরে ধীরে ট্রেন এবং বাস চলাচল শুরু হয়।

এদিকে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে চাকরি দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া জানান, জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কন্ট্রোলরুম চালু করা হবে। ২৪ ঘণ্টা ওই কন্ট্রোলরুমের মাধ্যমে জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাস্তায় নামেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য রাজ্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

'প্ররোচনায় পা দেবেন না'

■ উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ঘটনা নিয়ে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বেলডাঙায় কাদের প্ররোচনা আছে আপনারা জানেন। আমি বলব শান্তি বজায় রাখুন, কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শুক্রবার ওঁদের জমায়েত হয়। চিরকালই হয়। আমাদের দুর্গাপুজো, শিবরাত্রিতেও জমায়েত হয়। আমি কি বারণ করতে পারি?'

হেমন্তকে ফোন অভিষেকের

■ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের হত্যায় যাঁরা জড়িত, তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করার আবেদন জানালেন তিনি। তৃণমূলের একটি সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে তাঁর রাজ্যের পুলিশ।

মহাকালের শিলান্যাসে ভাবীকালের প্রতিশ্রুতি

'বাংলাকে এক নম্বর করব বলেছি, করেই ছাড়ব'

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগন্নাথ ধাম, দুর্গা অঙ্গনের পর শুক্রবার মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি শহরের কেন্দ্রস্থল মাটিগাড়া-লদী টাউনশিপ এলাকায় ১৭.৪১ একর জমির উপর তৈরি হবে এই মন্দির। শুক্রবার শিলান্যাসের সময় মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, এটিই হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাকাল মন্দির। দৈনিক এক লক্ষ দর্শনার্থী হাজির হতে পারবেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে। তাঁরা মন্দিরের নাম রেখেছেন 'মহাকাল মহাতীর্থ মন্দির।'

মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি পঞ্জিকা দেখেই শুভদিন ঠিক করেছিলেন। কখন শিলান্যাসের কথা বলবেন, সেটাও আগেও ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমার একটা টাইমিং ছিল মন্দিরের শিলান্যাসের জন্য। কেউ ভাববেন না, আমি পঞ্জিকা দেখি না। অমৃতকাল দেখে আসি। ৪টে ১৫ মিনিটে টাইম ছিল। তাই আগের প্রোগ্রামগুলো ইন্দ্রনীল আগে করে দিয়েছে। ওকে ধন্যবাদ। এর পর আমাদের পালা উত্তরবঙ্গের মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস।'

মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করে মমতা জানান, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মেলবন্ধন ঘটছে বাংলার নানা জায়গায়। দিঘার জগন্নাথ ধাম, নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন এবং শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির, বিশ্বব্যাপী পর্যটক, ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করবে। তাঁদের কাছে ক্রমশ দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের এই ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গকে এক নম্বর করব বলেছিলাম। করেই ছাড়ব।' তিনি জানান, মহাকাল মন্দিরে কমপ্লেক্সের মূল মন্দির ছাড়াও বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি তৈরি হবে। মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। ব্রোঞ্জের মূল মূর্তির উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট। সেটি যে ভিতের উপর স্থাপিত হবে, সেটিও ১০৮ ফুট উচ্চতার। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার তৈরির জমিও পাওয়া গিয়েছে। জমি দেবে রাজ্য সরকার। কোনও বেসরকারি সংস্থা সেটি তৈরি করবে।

মমতা বলেন, 'বাংলা তথা দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক শিল্প-সংস্কৃতির মেলবন্ধন হবে। বাংলাকে এক নম্বর করব বলেছি, করেই ছাড়ব। করব, করব, করব...।' তিনি আরও বলেন, 'পাহাড়ের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমতলের গভীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টার হবে। এই অঞ্চলকে আমরা গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব হিসাবে গড়ে তুলব। ধর্ম-তীর্থ, পর্যটন, ব্যবসা সব দিক থেকে এগিয়ে যাবে শিলিগুড়ি। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।'

ট্রাস্টের সদস্য, ধর্মীয়গুরুদের নিয়ে শিলান্যাস হয় মহাকাল মন্দিরের। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনেরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মন্দিরের কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই বছর।

'বিজেপির লিড মানে সিপিএমকে অক্সিজেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুরের সঙ্কল্প সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও সিপিএমকে একসাথে আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন বোতলে পুরনো মদ! মেদিনীপুরে কোনো বুথে বিজেপি লিড মানে সিপিএমকে অক্সিজেন দেওয়া।' তিনি দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের ১৯টি আসনে ১৯-০ করতে হবে।' অভিষেকের চোখে বিজেপির হাত মেদিনীপুরে সন্ত্রাসের ইতিহাস বহন করছে, এক সময়ের সিপিএম

সন্ত্রাসীদের এখন বিজেপি নেতৃত্বে থাকার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'মায়েরা শপথ নিন, বিজেপিকে খাঁচাবন্দি করতে হবে।'

পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দু'টি মাত্র বিজেপির। সেই দুই বিধায়কই তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন বলে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে 'রণসংকল্প সভা'য় অভিষেক প্রথমে ওই দুই বিধায়কের নাম না করলেও পরে খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, ওই দুই বিধায়কের জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ। কারণ, সিপিএমের 'হার্মাদ' এখন বিজেপির 'জল্লাদ' হয়ে উঠলেও তাঁদের কোনও ভাবেই তৃণমূলের 'সম্পদ' হতে দেবেন না।

দু'দিনের সফরে আজ বঙ্গে মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ও কাল দু'দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে প্রকাশিত সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই সফরে রেল ও সড়ক পরিকাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নে একাধিক বৃহৎ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মোট প্রকল্পমূল্য চার হাজার কোটিরও বেশি টাকা।

আজ দুপুরে মালদায় পৌঁছে মালদা টাউন স্টেশন থেকে হাওড়া-গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই ট্রেন দীর্ঘপথে আধুনিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রার নতুন অভিজ্ঞতা দেবে বলে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি মালদায় ৩,২৫০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক রেল ও সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ জোরদার করতে নতুন লাইন, লোকো শেড উন্নয়ন, ফ্রেট মেইনটেন্যান্স ফেসিলিটি এবং রেললাইনের বিদ্যুতায়ন প্রকল্পও এই তালিকায় রয়েছে। একই দিনে একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ও নতুন ট্রেন পরিষেবারও সূচনা হবে।

১৮ জানুয়ারি হুগলির সিঙ্গুরে আরও ৮৩০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম ও অভ্যন্তরীণ জলপথ টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। প্রায় ৯০০ একর এলাকায় গড়ে ওঠা এই প্রকল্প কলকাতার উপর থেকে ভারী পণ্য পরিবহণের চাপ কমাতে সাহায্য করবে বলে জানানো হয়েছে। একই দিনে কলকাতায় রাজ্যের জন্য নির্মিত বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান জলযান উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও বাঁকুড়ার ময়নাপুর-জয়রামবাটি নতুন রেললাইন ও একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা রয়েছে কর্মসূচিতে। এরপর বিজেপির বিজয় সঙ্কল্প যাত্রাতেও তিনি ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, দু'দিনেই একাধিক বড় জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

বঙ্গ সফরের আগেই শুক্রবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, 'আগামীকাল বিজেপির সমাবেশে মালদা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। প্রতিদিনই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও না কোনও দুঃশাসনের ঘটনা সামনে আসছে।'

মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোর অভিযোগকে 'মনগড়া ও ভিত্তিহীন' আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আগেই আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত।

শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'প্রতারণামূলক নীরবতা দিয়ে সত্য ঢেকে রাখা যায় না।' সমাজমাধ্যমে তিনি স্পষ্ট লেখেন, 'আমি কথা রাখি, আর আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। আপনার কল্পিত অভিযোগের জবাব

আদালতেই মিলবে।' বিরোধী দলনেতার বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, এই লড়াই রাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়ে আইনি পরিসরেই গড়াচ্ছে।

শুভেন্দু শিবিরের বক্তব্য, 'মিথ্যা অভিযোগের জবাব আইন মেনেই দেওয়া হবে।' ফলে রাজ্যের রাজনীতিতে এই মামলার অভিঘাত যে গভীর হবে, তা বলাই বাহুল্য।

মাচাদোর দৌলতে অবশেষে নোবেল উঠল ট্রাম্পের হাতে

ওয়াশিংটন, ১৬ জানুয়ারি: অবশেষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে উঠল নোবেল পুরস্কার। সৌজন্যে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো। ২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দিনকয়েক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, নিজের পুরস্কার তিনি তুলে দিতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে। সেই কথামতোই বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মাচাদো। এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন নিজের নোবেল পুরস্কার।

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রীর মতে, নোবেল পুরস্কারের যোগ্য দাবিদার ট্রাম্প। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নিজের নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিতে চান বলে জানিয়েছিলেন। তারপরেই ভেনেজুয়েলায় অপারেশন চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন ফৌজ। এই বিষয়টিকে 'ভেনেজুয়েলায় স্বাধীনতার সূর্যোদয়' বলে উল্লেখ করেন নোবেলজয়ী। এমনকি ভেনেজুয়েলার পরবর্তী প্রেসিডেন্টও বেছে দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন, মাচাদোকে ভেনেজুয়েলার নেতৃত্বে আনতে

চাইবেন ট্রাম্প। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দেন, মাদুরোর ডেপুটি ডেলসি রডরিগেজের সঙ্গে ওয়াশিংটন কাজ করতে রাজি। তারপর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন ডেলসি।

শপথগ্রহণের দিনদশেক পরে হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন মাচাদো। নিজের নোবেল পুরস্কার তুলে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Hore S/o. Subodh Kumar Hore ও Pradip Hore S/o. Subodh Hore সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumit Kumar Goswami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Narayan Goswami ও R. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৪৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Kishore Malik (old name) S/o. Late Basanta Malik, R/o. Daipukur, Anandanagar, Singur, Hooghly-712409, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kishore Malik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kishor Malik (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Kishore Malik & Kishor Malik S/o. Late Basanta Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মিনানুর মন্ডল ১৬/১২/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Kalimuddin Mondal ও Habutullaadgeye উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Pratima Malik W/o. Anil Malik সাং বড়কমলাপুর, বড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুরাতন ভোটার কার্ডে (NSF3633740) আমার সঠিক নাম Pratima Malik W/o. Anil Malik-এর পরিবর্তে Partibha Malik W/o. Anil লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Pratima Malik W/o. Anil Malik ও Partibha Malik W/o. Anil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I Najrul Sk, S/o - Alkash Sk, Residing at Vill- Jalsuka Galaidaripara, P.O. Bandbelgaon, P.S. Nakashipara, Dist. Nadia, Pin. 741126, W.B. That Najrul Sk & Najrul Faraji is the same and one identical person vide affidavit no 12 Before The Notary Public Krishnagar Nadia Dated 30/12/2025. That from today onwards I will be known as Najrul Sk instead of Najrul Faraji.

নাম- পদবী পরিবর্তন

আমি **বৃজেন্দ্র কুমার সিং**, পিতা শ্রী বিজয় কুমার সিং, বাসিন্দা ২৬২/১, জি.টি. রোড, পোস্ট অফিস- লিলুয়া, থানা-বেলুড়, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০৪, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার নাম কিছু নথিতে ভুলবশত **"বিজেন্দ্র কুমার সিং"** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে (যেমন-পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও শিক্ষাগত নথি)। আমার সঠিক নাম **"বৃজেন্দ্র কুমার সিং"**। অতএব, ভবিষ্যতে সকল কাজে আমি **বৃজেন্দ্র কুমার সিং** নামেই পরিচিত ও শনাক্ত হব।

NAME CHANGE

I, **SUVANKAR HALDER**, S/o- **CHITTARANJAN HALDER**, Residing at- Bidyasagar Colony, Dakshin Gopalpur, P.O.- Gopalpur, P.S.- Balagarh, Dist.- Hooghly, Pin-712513 hereby declare that in my son's (Chanchal Halder) Birth Certificate being reg. no. 31, dt. 28.05.2008 inadvertently my name written as **SUBHANKAR HALDER** instead of **SUVANKAR HALDER**. That **SUVANKAR HALDER** and **SUBHANKAR HALDER** is the same and one identical person vide affidavit no. 624, dt. 16.07.2025 sworn before In the Court of Ld. Executive Magistrate, Hooghly at Chinsurah.

CHANGE OF NAME

I, RANJIT PRADHAN, S/O. TAPAN PRODHAN RESIDING AT P.O. – GOURANGANAGAR, P.S. – NEW TOWN, ASWINI NAGAR IN THE DISTRICT OF 24 PGS. (N), W. B. – 700159, HAVE CHANGED MY NAME AND DATE OF BIRTH AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT PRODHAN (D.O.B. – 26.11.1974) AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE, ALIPORE, 4TH COURT VIDE AFFIDAVIT NO. 1220 DATED 15-01-2026. RANJIT PRADHAN", "RANJIT PRODHAN" ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, রীতা ঢালী, স্বামী – নিরঞ্জন ঢালী, সাং – বিবেকানন্দ নগর, মধ্যমগ্রাম, পোঃ – পূর্ব উদয়রাজপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ০৩রা মার্চ ২০১৭ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্ট্রিকৃত ০১২১৫ নং সাফ কোবালা দলিল আব্দুল সামাদ, পিতা – মৃত সেখ নওসের আলি এর নিকট হইতে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত জমি আব্দুল সামাদ, পিতা – মৃত সেখ নওসের আলি ০২রা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০১৪১৭ নং সাফ কোবালা দলিল, ১৬ই আগষ্ট ২০১০ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৬৫৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার কালু বিশ্বাস, পিতা – আব্দুল মুজিত এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। যাহার মৌজা পাটুলী, জে.এল.নং ৫৪, R.S. ও L.R. দাগ ১৫২৩, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৯৫। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/599 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II) অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

রীতা ঢালী, পাটুলী

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, নমিতা দাস, স্বামী – মন্টু দাস, সাং – দক্ষিণ বেড়মজুর, আইটপাড়া, পোঃ – বেড়মজুর, থানা – গোসাবা, জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন – ৭৪৩৪৪২, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ১৭ই অক্টবর ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৪৯৪৬ নং সাফ কোবালা দলিল, ১৪ই জুলাই ২০২৩ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৪০২৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট জমি নিযুক্ত আমমোক্তার বাসন্তী দাস, স্বামী – দুলাল দাস এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা গোপালপুর নোয়াপাড়া, জে.এল.নং ৫১, L.R. দাগ ৬০৭, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৮৫৮। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/604 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II) অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

নমিতা দাস, গোপালপুর নোয়াপাড়া

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রী প্রশান্ত কুমার ঘোষ, পিতা - শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ, সাং- ব্লক বি ১৬, ফ্ল্যাট ১, কালিন্দি হাউসিং স্টেট, পোঃ- লেকটাউন, থানা- লেকটাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং -৭০০০৮৯ । বিগত ইংরাজীর ২৩/০২/২০২৪ তারিখে এ. আর. এ. ১ কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1571 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **শ্রীমতী সঙ্গিতা সরকার**, স্বামী - দিপ্তিমান সরকার, সাং ১০/২ শীতলা মাতা লেন বরানগর, পোঃ- নওপাড়া, থানা- বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭০০৯০ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ডি.এস.আর ১ হুগলী অফিসে ১৬/১০/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৩৭৪/২০২৫ নং দলিল মূলে **শ্রী সুমন রায়**, পিতা- রমেশ রায়, সাং- মহানাদ বেজপাড়া, পোঃ- মহানাদ থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। মহাশয়কে সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল**:-জেলা হুগলী, থানা পাড়ুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, জে. এল. নং ১১৯, হাল. এল. আর, ৪৩২ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ১৭২০ নং দাগে শালি জমি ১ আনায় ৩০ (ত্রিশ) শতক । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রী সুমন রায়**, পিতা- রমেশ রায়, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**সঙ্গিতা সরকার (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
Misc. Probate case no. 08/2024

দরখাস্তকারী:-সমীর কুমার সাহা, পিতা- স্বর্গীয় সাগরবাসী সাহা সাং- বাঁধরোড অশ্বত্থতলা, আগমেশ্বরীপাড়া পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে সাগরবাসি সাহা, পিতা- স্বর্গীয় যতীন্দ্র মোহন সাহা, সাং- আগমেশ্বরীপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া, কর্তৃক নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

তপশীল নং-১: জেলা- নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর. অফিস - নবদ্বীপ, তৌজি- ৮, পরগনা - উখড়া, মৌজা- ২০নং নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং- ০২, নবদ্বীপ পৌরসভা, হোল্ডিং নং- ১১, আগমেশ্বরীপাড়া রোড, মৌজা- ২০ নবদ্বীপ, খতিয়ান - ২৬৫৫, এল.আর. ১৩৫২৩, দাগ- সাবেক- ৪৪৭৫, আর.এস. ৪৪৭৫/১০৬২২, এল.আর. ৭০৮৭, পরিমান-৬.৫ শতক, রকম- বাড়ী,

তপশীল নং-২: জেলা- নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর. অফিস - নবদ্বীপ, তৌজি- ৮, পরগনা - উখড়া, মৌজা- ২০নং নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং- ০২, নবদ্বীপ পৌরসভা, হোল্ডিং নং- ১৩, আগমেশ্বরীপাড়া রোড, মৌজা- ২০ নবদ্বীপ, খতিয়ান - ২৬৫৫, এল. আর. ১৩৫২৩, দাগ- সাবেক- ৪৪৭৫, আর.এস. ৪৪৭৫/১০৬১৫, এল.আর. ৭০৮৬, পরিমান-৫.৫ শতক, রকম- বাড়ী,

আদালতের আদেশানুসারে
Ashis Biswas (সেরেস্তাদার), নবদ্বীপ, কোর্ট
Civil Judge (Jr. Divn.) Nabadwip, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে ১) শ্যামল দত্ত, পিতা- কমল কৃষ্ণ দত্ত ২) সুপ্রীতি দত্ত বর্মন স্বামী- শ্যামল দত্ত সাকিন সন্ধ্যা মেছুয়া পাড়ালেন, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজী ২০/১২/২০১৩ তারিখে ১৮৩৬ ৮নং একটি বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয় তৎপর সুব্রত চক্রবর্তী পিতা- সুরেশ চক্রবর্তী সাং রাধানগর শচীন সেন (বাগান) পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ০৬/০১/২০১২ তারিখে ১) অলোক দাস পিতা হরিপদ দাস সাকিন সন্ধ্যা দাস পাড়া (মুচিপাড়া লেন) পোঃ- ঘূর্ণী থানা- কোতোয়ালী ২) প্রদ্যুৎ কুমার দে, পিতা- ধীরেন্দ্র কুমার দে, সাকিন মুরুটিয়া পাল পাড়া, পোঃ- বালিয়াডাঙ্গা, থানা- মুরুটিয়া, উভয়ের, জেলা- নদীয়া উভয়ের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্তীয়, আমামোক্তার দেবাশীষ দে, পিতা- অধির কুমার দে, সাকিন মল্লিকপাড়া এ.কে.দে রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, নদীয়া এর কাজ হইতে খরিদ করেন যাহার দলিল নং ২৪৯/২০১২ কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস. আর উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমামোক্তার গত ইংরাজী ২১/১০/২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪ নং বহির লিপিবদ্ধকৃত ৩০৫/২০১১ এবং ৩০৬/২০১১ নং দুই খন্ড আমামোক্তরনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন, তাহার উপশীল পরিচয় হইল, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা- ৯৭ নং সোন্দা, খতিয়ান নং সাবেক ৮০০ এল.আর ২৬২৩, ২৬২৫, ২৬২৪ দাগ নং আর.এস এবং এল.আর ৭৬১ শ্রেনী বাগান মোট পরিমান ৮.৭৬+৬.৯৭ = ১৫.৭৩ শতক।

এক্ষনে উক্ত সম্পত্তি ১) শ্যামল দত্ত ২) সুপ্রীতি দত্ত এর নামীয় রেকর্ডভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন, ইহাতে কাহারো কোনও ওজার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৭দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর ১নং ভুমিসংস্কার দফতরে আসিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Shuk Chanda Shaikh
Advocate
Krishnagar Judge Court
Krishnagar, Nadia
F-2355/2024/2018

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ই জানুয়ারি। ৩রা মাঘ। শনিবার। চতুর্দ্দশী তিথি । জন্মে ধনু রাশি। অষ্টত্তরী শনির ও বিংশোত্তোরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(শ্রী শ্রী রটন্তী কালিকা পূজা, শ্রী শ্রী মা ছিন্নমস্তাদেবীর আবির্ভাব ও শ্রী শ্রী মা বগলাদেবীর আবির্ভাব, সাধক রামচন্দ্র দত্তের তিরোভাব দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারে বিশ্বব্যাংকের ২৮৬ মিলিয়ন ডলারের ঋণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড়সড় সংস্কারের লক্ষ্যে ২৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২,৫৮০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সিস্টেম রিফর্ম প্রোগ্রাম' নামে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ বছরের উর্ধ্বে নাগরিকদের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যপরিষেবা চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংক সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য রাজ্যজুড়ে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা। পাশাপাশি রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে

নজরে এনসিডি থেকে মাতৃস্বাস্থ্য

তোলা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান পরিমাপের নতুন কাঠামো চালু করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলির কর্মক্ষমতা বাড়ানোও এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে।

শুধু চিকিৎসাই নয়, নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধ কর্মসূচিতেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর; এই পাঁচ জেলায় মাতৃস্বাস্থ্য, কিশোরী স্বাস্থ্য এবং প্রজনন সংক্রান্ত চিকিৎসা পরিষেবায় বৈষম্য কমানোর উপর বিশেষ নজর থাকবে। বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। ২০১০-১২ সালে যেখানে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হত, ২০১৮-২০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯-এ। গড় আয়ু ৭২ বছর যা জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি।

কয়লা-বালি চোর ভাইপোকে বাঁচাতে মমতা ব্যানার্জি ফাইল চুরি করেছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জি কয়লা চোর, বালি চোর ভাইপোকে বাঁচাতে ফাইল চুরি করেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যেয় জগদ্দলের উত্তর পালঘাট রোডে দলের তরফে আয়োজিত সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জিকে মুসলিমরা এখনও বিশ্বাস করছেন। তার কারণ, মুসলিমরা ভাবছেন বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এসে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ওদের এই ধারনা পুরো ভুল। তাঁর কথায়, দেশের ২০টি রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে। কোথাও তো মুসলিমদের তাড়ানো হচ্ছে না। তবে যারা বাংলাদেশি, আফগানিস্তানি এবং পাকিস্তানি তাঁদের নিশ্চিতভাবে বাংলা থেকে বিতাড়িত করা হবে। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ গড়া নিয়ে এদিন তিনি ফের সুর চড়ালেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশে সনাতনীদের খুন করা হচ্ছে। আর এখানে বাবরি মসজিদ করা হবে। আসলে সনাতনীদের সুরসুরি দিতে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানানো হচ্ছে। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মুর্শিদাবাদে হুমায়ুনের

মসজিদে বাবরি নামাঙ্কিত বোর্ড লাগালে, তা খুলে ফেলা হবে। তাঁর দাবি, বাবর ছিলেন বিদেশি এবং অত্যাচারী শাসক। তাঁর নামে দেশের কোথাও মসজিদ গড়া যাবে না। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুর বিদ্রোহের মাটি। ব্যারাকপুর মঙ্গল পাণ্ডের পুণ্যভূমি। ব্যারাকপুরের মানুষ লড়াই করতে জানে। তাঁর বক্তব্য, মেদিনীপুরে তৃণমূল টিমটিম করে জ্বলছে। আগামীদিনে ব্যারাকপুরেও তৃণমূল টিমটিম করেই জ্বলবে। প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই এনআইএ-র জালে ২০ জন আছে। খুব শীঘ্রই আরও দু'জন ধরা পড়বে। আর অশোক সাউ খুনে অভিযুক্তরা ধরা পড়বে। প্রসঙ্গত, জগদ্দলের উত্তর পালঘাট রোডের পুরানী বাজারে এদিন বিজেপির তরফে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার পাশাপাশি এদিন অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, ভাটপাড়া-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর রেখা সাউ, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, উমেশ রায়, পরমেশ্বর সিং, ভরত যাদব, আইনজীবী রাকেশ সিং প্রমুখ।

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে ভবঘুরেদের স্থান! হাওড়ার রাস্তায় অবহেলার ছাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বসে থাকা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেও সাহস পাই না, বললেন এক কলেজ ছাত্রী। হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যয়বহুল যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না। নোংরা আবর্জনা, ছাউনি উড়ে যাওয়া, চুরি হওয়া চেয়ার ও লাইট; এভাবেই পড়ে আছে প্রতীক্ষালয়গুলো। বেলুড় মঠের কাছে আধুনিক প্রতীক্ষালয়টি তৈরি হয়েছিল সাংসদ অনুদানের মাধ্যমে। দেওয়ালে টেরাকোটার কাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের ছবি এবং মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদের প্রতিকৃতি থাকলেও আজ তা ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে। স্থানীয়রা জানান, রাতে কয়েকজন ভবঘুরে এখানে ঘুমায়, তাদের পোঁটলা ছাউনিতে রাখা থাকে, আমরা বসতে পারি না। টিকিয়াপাড়া, বেলিলিয়াস রোড, কোন্নগর; প্রায় সব প্রতীক্ষালয়ে একই চিত্র। ময়লা আবর্জনা, প্লাস্টিক ও ভাঙা জিনিসপত্রে ভরা, ফলে যাত্রীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নেই। আরামবাগ ও তারকেশ্বরের প্রতীক্ষালয়গুলোতেও বাস দাঁড়ায় না।

রাতের যাত্রায় নতুন যুগ, হাওড়া-গুয়াহাটি পথে ছুটবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারতীয় রেলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় খুলতে চলেছে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ মানচিত্রে। হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে চালু হবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষের ভাষায়, তএই ট্রেন দীর্ঘপথের রাতযাত্রায় গতি, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংজ্ঞা বদলে দেবে। ২৭৫৭৫/২৭৫৭৬ নম্বর হাওড়া-কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস সপ্তাহে ছয় দিন চলবে। কামাখ্যা থেকে হাওড়া চলবে বুধবার বাদে প্রতিদিন, আর হাওড়া থেকে কামাখ্যা যাত্রা করবে বৃহস্পতিবার ছাড়া বাকি দিনগুলোতে। আধুনিক স্লিপার কোচ, উন্নত সাসপেনশন ও সর্বাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাতভর যাত্রা হবে আরও আরামদায়ক।

এই ট্রেন ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামবে; ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা, মালদা টাউন, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙাইগাঁও ও রাঙিয়া। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি ও অসমের দু'টি জেলা সরাসরি যুক্ত হবে।

রেল সূত্রের দাবি, যাত্রা সময় কমার পাশাপাশি এই পরিষেবা পর্যটন, তীর্থযাত্রা ও ব্যবসায়িক যাতায়াতে নতুন গতি আনবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে 'এয়ারশেড' ভিত্তিক কৌশল গ্রহণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তঃরাজ্য বায়ুদূষণের সমস্যা কেন্দ্র গাঙ্গেয় সমভূমি জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ আটটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে 'এয়ারশেড' ভিত্তিক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণে অনুমোদন দিয়েছে। এই উদ্যোগের নেতৃত্বে থাকবে বিশ্বব্যাংক। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও আইআইটি দিল্লির যৌথ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের মোট বায়ুদূষণের প্রায় ৫৩ শতাংশই আসে প্রতিবেশী রাজ্য; বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ধূলিকণার প্রবাহের ফলে। দিল্লির স্কুল অফ অ্যাটমোস্ফেরিক সায়েন্সেস-এর গবেষণাতেও জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় অঞ্চলের ধূলিকণা সহজেই রাজ্যসীমা অতিক্রম করে, যার প্রভাব শীতকালে পশ্চিমবঙ্গে আরও প্রকট হয়। নতুন এয়ারশেড কৌশলের আওতায় গঠিত সমন্বয় কমিটিতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ; এই ছয় রাজ্য এবং দিল্লি ও চণ্ডীগড় দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই কমিটি ইন্দো-গাঙ্গেয় অঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদক্ষেপ নেবে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র ব্যাখ্যা করেছেন, বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে গঙ্গা-বদ্বীপ পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু অক্টোবর-নভেম্বরের পর বাতাসের গতিপথ উল্টে দূষিত বায়ু আবার বঙ্গোপসাগরের দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই কেবলমাত্র রাজ্যভিত্তিক স্থানীয় পদক্ষেপে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। 'ইন্ডিয়া ফর ক্লিন এয়ার' শীর্ষক আলোচনাচক্রে রুদ্র বলেন, শীতকালে বাতাস নিচের দিকে নেমে স্থবির হয়ে পড়ে, ফলে দূষণের ঘনত্ব বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে আট রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যত অসম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্প ও যানবাহনের মতো মানবসৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও আবহাওয়াগত কারণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই দূষণ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে, তার প্রভাব যাতে অন্য রাজ্যে না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই এয়ারশেড ভিত্তিক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিবেশ মহলের মতে, এই আন্তঃরাজ্য সমন্বিত উদ্যোগ সফল হলে, আগামী দিনে কলকাতা-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এক নতুন দিগন্ত খুলবে।

শুনানিতে ডেকে হয়রানি বন্ধ করতে চিঠি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে শুক্রবার চিঠি লিখে ভোটারদের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করতে সরব হলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এদিন নির্বাচন কমিশনে এই মর্মে একটি লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।

উক্ত চিঠিতে মোট ১০ দফা দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে নওশাদ সিদ্দিকী উল্লেখ করেছেন যে, গণনা পরবর্তী পর্যায়ে ভোটারদের নিয়ে অযৌক্তিক অসঙ্গতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বিশেষ করে, সন্তান ও পিতা বা মাতার ন্যূনতম বয়সের ব্যবধান ১৫ বছরের কম বা ৫০ বছরের বেশি হলে তাঁদের শুনানিতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এমনকী শুনানিতে ডেকে অপমানজনক নোটিস ধরানো এবং প্রজেনি ম্যাপিং-এর নামে সর্বস্তরের মানুষকে তলব করার অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এছাড়া নামের বানানে সামান্য ভুল থাকলেও ভোটারদের সশরীরে হাজির হতে বলা হচ্ছে এবং ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদেরও ডেকে পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলে দাবিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী-সহ অন্যান্যরা এই পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) কাজের জন্য বর্তমানে বৈধ ভোটারদের নিয়ে শুনানি পর্ব চলছে।

২০০২ সাল থেকে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে ফের ডেকে পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে রাজ্য সরকার ও বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকেও জেলাস্তরে বারবার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। অনেক জায়গায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তিও ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের তরফেও সিইও অফিসে চিঠি জমা দিয়ে অবিলম্বে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। শুক্রবার সকালে এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বাঙালি জীবনের অন্তহীন মায়া, সুখ-দুঃখ আর সামাজিক বাস্তবতাকে তিনি যেভাবে পরম মমতায় তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য নিদর্শন। 'শ্রীকান্ত', 'পল্লীসমাজ', 'পথের দাবী', 'দেবদাসের' মতো তাঁর অজস্র কালজয়ী সৃষ্টি আজও আমাদের হৃদয়ে অম্লান।

আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারুক। তাই আমাদের সরকার এই মহান শিল্পীর স্মৃতিধন্য স্থানগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

হাওড়ায় রূপনারায়ণের তীরে দেউলটি-সামতাবেড়ে-পানিত্রাসের তাঁর 'হেরিটেজ' বাড়িটিকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। নিত্যদিন অসংখ্য মানুষ তা দেখতে যান।

পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তা, আলো, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ সবকিছু করে দেওয়া হয়েছে।

ওখানে একটি 'শরৎ স্মৃতি উদ্যান ও ইনফর্মেশন সেন্টার'-ও করা হচ্ছে।

এছাড়া হুগলির দেবানন্দপুরে তাঁর জন্মভিটে সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে দেবানন্দপুরও পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে উঠবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ৩ মাঘ ১৪৩২ শনিবার

ঝুঁকি বুঝে চিকিৎসা, গাফিলতির জায়গা নেই

নিপা মোকাবিলায় সংক্রমণ-ভিত্তিক কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিপা ভাইরাসের সম্ভাব্য সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যে চিকিৎসা ও নজরদারিতে একেবারে নতুন রূপরেখা তৈরি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী ভাগ করে চিকিৎসা শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের স্পষ্ট বার্তা, ঝুঁকি নির্ধারণই চিকিৎসার প্রথম ধাপ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহরসের সংস্পর্শে এলে কিংবা দীর্ঘ সময় ঘনিষ্ঠ পরিবেশে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'উচ্চ ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে ২১ দিন গৃহবন্দি কোয়ারেন্টাইন ও দিনে দু'বার উপসর্গ পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক। জ্বর, শ্বাসকষ্ট, স্নায়বিক উপসর্গ দেখা দিলেই দ্রুত আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি করে পরীক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে।

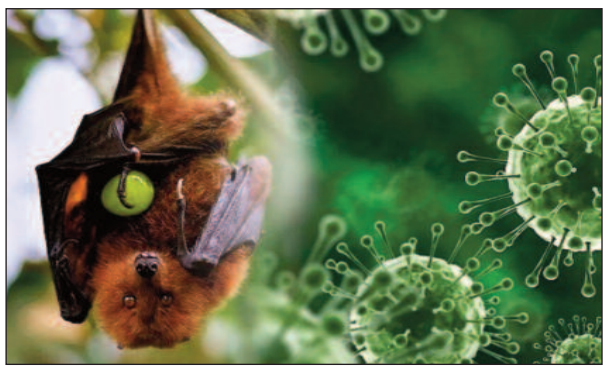

অন্যদিকে, সীমিত ও পরোক্ষ সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা 'নিম্ন ঝুঁকি' তালিকায় থাকবেন। তাঁদের ক্ষেত্রেও ২১ দিনের নজরদারি চলবে, তবে উপসর্গ না থাকলে পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বলা হয়েছে, সঠিক পিপিই ব্যবহার করলে কাজ চালিয়ে যাওয়া নিরাপদ।

চিকিৎসা সংক্রান্ত অংশে অ্যান্টিভাইরাল ব্যবহারে বিস্তারিত ডোজ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপসর্গযুক্ত ও পরীক্ষায় পজিটিভ রোগীদের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গুরুতর রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞ দলভিত্তিক চিকিৎসা ও প্রয়োজন হলে উন্নত থেরাপির কথাও উল্লেখ রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য, প্রতিরোধ, দ্রুত শনাক্তকরণ ও সঠিক চিকিৎসাই নিপা মোকাবিলার মূল অস্ত্র। এই গাইডলাইন মেনে চললে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। পাশাপাশি অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকারও বার্তা দিয়েছে দপ্তর।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ওবিসি শংসাপত্রের বৈধতা সংক্রান্ত জটিলতার অবসান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ওবিসি শংসাপত্রের বৈধতা সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোন কোন ওবিসি শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়ে একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ইস্যু হওয়া ওবিসি শংসাপত্রগুলি কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বৈধ দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভোটারদের দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি করা যাবে। একই সঙ্গে সমস্ত জেলা

নির্বাচন আধিকারিক ও ইআরও-দের আদালতের নির্দেশ কঠোরভাবে মানার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, ২০১০ সালের আগে ইস্যু করা ওবিসি শংসাপত্রগুলি ৬৬টি শ্রেণির ক্ষেত্রে বৈধ নয়। সেই কারণে ২০১০ সালের আগে যেসব ওবিসি শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছিল, সেগুলি এসআইআর প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার নতুন করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির তালিকা নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা চালায় এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই নতুন তালিকার ভিত্তিতেই ২০১০ সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া ওবিসি শংসাপত্রগুলিকে আইনগতভাবে বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন এসআইআর ২০২৬-এর জন্য এই নতুন নথিভিত্তিক শংসাপত্র গ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ওবিসি পরিচয়ের ভিত্তিতে দাবি-আপত্তি জানানো ভোটারদের ক্ষেত্রে আর অনিশ্চয়তা থাকছে না বলে প্রশাসনিক মহলের মত। আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সমন্বয়ে নেওয়া এই পদক্ষেপ এসআইআর প্রক্রিয়াকে আইনগতভাবে মজবুত করবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

কলকাতা হাইকোর্টের ৪৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন সুজয় পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের ৪৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শুক্রবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিচারপতি সুজয় পাল। সকাল সাড়ে ১০টায় রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। সংক্ষিপ্ত অথচ মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব-সহ হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি, বরিষ্ঠ আইনজীবীরা এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।

শপথের পর বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের অবদান বিচারব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। তিনি স্মরণ করেন বিচারপতি রাসবিহারী বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অবদান।

মধ্যপ্রদেশে জন্ম নেওয়া বিচারপতি সুজয় পাল দীর্ঘ বিচারজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আসেন। গত সেপ্টেম্বর থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এবার পূর্ণকালীন প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশে এই নিয়োগ বিচার ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা ও স্থিতির বার্তা দিচ্ছে। অন্যদিকে, সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারপতি সুজয় পালকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য বিচারপতি সুজয় পালকে আন্তরিক অভিনন্দন। বিচারপতি পালকে আমি এই প্রধান বিচারপতির আসনে স্বাগত জানাই।

ফর্ম ৭ জমার সময়সীমা বাড়াল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে চলা টানাপোড়েনের মাঝেই ফর্ম ৭ জমার সময়সীমা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। আগে যেখানে শেষ দিন ছিল ১৫ জানুয়ারি, সেখানে নতুন করে আরও চার দিন বাড়িয়ে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিএলওদের কাছে সরাসরি কিংবা ইসিনেট অ্যাপ ও voters.eci.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। সহায়তার জন্য চালু রয়েছে ১৯৫০ নম্বর হেল্পলাইন।

এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ স্পষ্ট। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন ও শাসকদলের চাপে ফর্ম নিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাদের দাবি, বহু জায়গায় আধিকারিকদের অনুপস্থিতিও সমস্যা বাড়িয়েছে। পাল্টা তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপি নিয়ম ভেঙে একাধিক ফর্ম জমা দিচ্ছে, যা আইনবিরোধী। সাংসদ পার্থ ভৌমিকের কথায়, এভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হচ্ছে। সময়সীমা বাড়লেও সংঘাত থামেনি, বরং আরও তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

জমি হাঙরদের থাবা এবার নৈহাটির দোগাছিয়ায়, অবাধে চলছে জলাভূমি ভরাট

ভরাট এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে বারংবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দিচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই চলছে দেদার জলাভূমি ভরাটের মতো বেআইনি কারবার। আসলে জলাশয় ভরাট রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি কার্যত ভোঁতা। উল্টে জমি হাঙরদের দৌরাত্ম্য এখন চরমে। অভিযোগ, গোটা বাংলা জুড়েই পুকুর কিংবা জলাশয় 'ভরাট শিল্পে'র রমরমা কারবার চলছে। সূত্র বলছে, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র জলাভূমি ভরাটের শীর্ষে। সম্প্রতি এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পদ্মবিল এবং কেউটিয়ায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী জলাশয় ভরাটের অভিযোগও উঠেছে। এবার জমি হাঙরদের থাবা জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নৈহাটির দোগাছিয়া খেলার মাঠ এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে, এখানে শাসকদলের অঞ্চল সভাপতির মদতেই প্রকাশ্যে চলছে জলাভূমি ভরাটের মতো বেআইনি কারবার। অথচ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ভরাটের মতো অবৈধ কার্যকলাপে শাসকদলের কেষ্ট-বিষ্টুরা জড়িত থাকায় স্থানীয়রা ভয়ে নিশ্চুপ রয়েছেন। জলাভূমি ভরাট নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, শাসকদল এবং প্রশাসনের মদতেই এই বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে অবাধে চলছে জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের মতো বেআইনি কারবার। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় চপ-ঘুঘনি শিল্পের মতোই 'পুকুর ভরাট' এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে পুকুর কিংবা জলাশয় যদি ভরাট হয়ে থাকে, তাহলে খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াঙ্কা মালাকারের স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুরঞ্জন মালাকার। প্রসঙ্গত, দোগাছিয়ায় পুকুর ভরাটে অঞ্চল সভাপতির নাম জড়িয়েছে। এপ্রসঙ্গে সুরঞ্জন বাবু বলেন, ওনার বিরুদ্ধে হয়তো বিরোধীরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

জ্বলছে বাংলা, লোকভবন-দিল্লিকে বাংলার রাস্তায় নামার বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ইস্যুতে উত্তাপ তুঙ্গে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বার্তা দিলেন, দিল্লিতে বা লোকভবনে বসে রিপোর্ট পড়ে বাংলার বাস্তব দেখা যায় না। আসুন, সাধারণ মানুষের চোখে দেখুন, কান দিয়ে শুনুন। তিনি সিভি আনন্দ বোস ও নির্বাচন কমিশনের জ্ঞানেশ কুমারকে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

শমীকের অভিযোগ, সাম্প্রতিক অশান্তি ও হানাহানির পেছনে মূলত তৃণমূলের নেতৃত্ব রয়েছে। মুর্শিদাবাদে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে, তাতে বামফ্রন্টও দায়মুক্ত নয়। বাম আমলে ছিল সেফ প্যাসেজ, তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে সেফ হোম।

আইপ্যাক ও ইডি অভিযানেও তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন, ডিজি গিয়েছিলেন, তা মানা যায়, কিন্তু প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কেন? ২০১৯ ও সারদা তদন্তের স্মৃতি তিনি তুলে ধরলেন।

শমীক জানান, বিএলও-দের হামলা ও পদত্যাগের ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের নীরবতা রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকারের ইঙ্গিত দেয়। কমিশন অপারগ হলে দায় নিতে হবে রাজ্যপালকে, রাষ্ট্রপতিকে। বাংলার রাজনীতির উত্তাল মাঠে বিজেপির বার্তা একটাই , সরাসরি বাস্তব দেখুন, নীরব থাকলে দায়িত্ব নিতে হবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে।

চলছে মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কারের কাজ। *ছবি: অদিতি সাহা*

শীত পড়লেও সবজি বাজারে আকাশছোঁয়া দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক জোড়া ফুলকপি কিনতে ৮০ টাকা, ভাবতেও পারিনি, বললেন এক ক্রেতা। শীতের সকালে বাজারের স্বস্তি এখন অতীত; টমেটো-মটরশুঁটি ও বেগুনের দাম কেড়ে নিয়েছে ক্রেতার আনন্দ। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় চাষের ফলন কমে যাওয়াই মূল কারণ। কড়া শীত এবং অসময়ে বৃষ্টিতে আগাম ফসল মার খেয়েছে, ফলে বাজারে সরবরাহ কম, জানালেন কৃষি বিশ্লেষক। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন সবই কম এসেছে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় নীচে নামায় ফসলের বৃদ্ধি থেমে গেছে, স্থানীয় জমির টমেটো ও কড়াইশুঁটি এখন বাজারে পৌঁছতে দেরি করছে। দাম বৃদ্ধিতে ফড়ে ও খুচরো ব্যবসায়ীদেরও হাত রয়েছে; এমনটাই মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তবে রাজ্য সরকারের টাস্কফোর্স ইতিমধ্যেই শনিবার থেকে বাজারে অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা করেছে।

এ বছর পুজোর আগে এবং অকাল বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ায়, শীতের মাঝামাঝি সময় বাজারে একসঙ্গে কিছু ফসল এসেছে। তখন দাম কিছুটা কমেছিল। কিন্তু এখন ভিন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, ফলে কড়াইশুঁটি-টমেটোর দাম উপরের দিকে। স্থানীয়রা আশা করছেন, আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা বাড়লে ফসল স্বাভাবিক সরবরাহে আসবে, দাম কমে যাবে। তাতেই শীতের বাজারে স্বস্তি ফিরবে।

ভোট নয়, রাজ্যকে ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের চক্রান্ত: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকুলিয়া কাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি রাজ্যের অশান্তি নিয়েও সরব হন প্রতিমন্ত্রী। জয়দেব কেন্দুলি মেলা থেকে ফেরার পথে পানাগড়ে চা-পানের সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ফারাক্কা ও উত্তর দিনাজপুরের অফিসে যে ভাঙচুর হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ভোট জেতা নয়। ওরা রাজ্যকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে রূপান্তর করতে চাইছে।

সুকান্ত অভিযোগ করেন, ভাঙচুর হচ্ছে এমন এলাকায় যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ। হামিদুল, রফিকুলদের লক্ষ্য স্পষ্ট; বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের নাম যে কোনও উপায়ে ভোটার তালিকায় রাখা। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের জনসংখ্যাগত চরিত্র বদলানোর জন্য এই তাণ্ডব চালাচ্ছে, ভোটে জেতার জন্য নয়। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন জেলায় শুনানি চলাকালীন বিক্ষিপ্ত তাণ্ডবের ছবি সামনে এসেছে। ফারাক্কা ও উত্তর দিনাজপুরের একাধিক শুনানি কেন্দ্রে সন্দেহজনক ভোটারদের পক্ষ থেকে সহিংসতা চালানোর অভিযোগ উঠেছে।

সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে নতুন আলো তৈরি করেছে। তাঁর অভিযোগ একদিকে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা এবং রাজ্যের জনসংখ্যাগত ভারসাম্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক উস্কে দিচ্ছে।

'টেট' ছাড়াই শিক্ষকতা, দীর্ঘ অব্যবস্থায় উদ্বিগ্ন শিক্ষকমহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে কখন আমরা নিশ্চয়তা পাব? প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন এক শিক্ষক। ২০১০ সালের শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হলেও প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে 'টেট' ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত হাজার হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা আজও অনিশ্চয়তায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে তালিকা পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু স্কুলশিক্ষা দপ্তর নতুন করে ১৪ জানুয়ারি রাতেই উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য চেয়েছে। শিক্ষকরা ১৮ জানুয়ারি আগে নথি পূরণ করে সাবমিট করতে বাধ্য।

দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলছেন, ২ জানুয়ারি দিল্লির চিঠি পেয়েছি। রাজ্যের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও ফাইল চালাচালিতে সময় লেগেছে। বুধবার ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, কেন পুজোর আগে পাঠানো তালিকাকে এত গড়িমসি করা হল।

শিক্ষক সমিতি এপিজিটিডব্লিউএ-এর দাবি, উচ্চ প্রাথমিকে ২০১৬ সালের আগে নিযুক্ত সব শিক্ষক,শিক্ষিকার তথ্য কেন্দ্রকে পাঠালে ভুল হত না।

সম্পাদকীয়

চাকুলিয়ার ঘটনা কিন্তু অশনি সংকেত

এসআইআর শুনানিতে হেনস্তা করা হচ্ছে বৈধ ভোটারদের। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় যে কাণ্ড ঘটল, বা ঘটানো হল তা কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে অশনি সংকেত। অবিলম্বে এই প্রবণতায় কড়া হাতে রাশ না টানলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন কিন্তু আফশোসের শেষ থাকবে না। যত দিন যাচ্ছে, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে, এটা পরিষ্কার। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে এখন চেপে বসেছে এসআইআর। আর তাতে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দলের। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যেভাবে কমিশন এসআইআর করছে, তাতে মৃত থেকে শুরু করে ভুতুড়ে ভোটারদের নিয়ে বাজিমাত করাটা এবার কঠিন হবে। তা আন্দাজ করেই প্রথম থেকে শাসক দলের টার্গেট এসআইআর। যেভাবে পারো একে ভণ্ডুল কর। এটা দলেরও অলিখিত নির্দেশ।চাকুলিয়ার বিডিও অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনা সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ কিনা তদন্ত হওয়া উচিত। ঘটনা শুনলে সন্দেহ আরও বাড়ছে। পুলিশের সামনে কীভাবে এটা সম্ভব হল, প্রশ্ন সেটাই। বৃহস্পতিবার বেলার দিকে চাকুলিয়ার কাহাটা এলাকায় হেনস্তার প্রতিবাদে প্রথমে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রথম পর্বে শুনানির পর লজিক্যাল ডিসক্রেপন্সির কারণে ফের বহু ভোটারকে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছে কমিশন। কমিশনের এই নোটিসের বিরোধিতা করেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। ওঠে শুনানির নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিও। কিছুক্ষণ চলার পর বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় ব্লক অফিসে। তারপর বিক্ষোভকারীরা ব্লক অফিসে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি চরমে উঠলে বিডিও অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে চাকুলিয়া থানার পুলিশ আসলেও তাঁরা সেভাবে সক্রিয় হয়নি বলেও অভিযোগ। তাঁদের হাতে আক্রান্ত হন চাকুলিয়ার আইসি। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। হঠাৎ কেন এতটা উত্তেজনা তৈরি হল, বড় প্রশ্ন। পিছনে কোনও প্ররোচনা ছিল না তো? থাকলে সেটা কাদের? সবমিলিয়ে গোটা ঘটনায় একাধিক সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।

শব্দছক ৪৬

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. শক্তি ৩. মুক্তিপ্রাপ্তি ৬. চোখ ৮. বাস্তব ৯. গরমমশলায় তিন পদের একটি ১০. আরব সম্বন্ধিত ১২. পরাজয় হওয়া ১৩. চিন্তা করা ১৪. শাসনভূমি খোয়ানো ১৬. সীমা সহকারে ১৮. গীতি ১৯. নতুন ধানের পার্বন ২১. উদ্যান ২২. ভীমের অস্ত্র

ওপর-নিচ: ১. বনে জন্মায় যা ২. ধ্বংস ৪. কজ্জল ৫. রোজ ৭. দৃষ্টি ৮. সাহচর্য-বিহীন ১০. অনেক ফ্ল্যাট বহুলোকের বসবাস ১১. কিছুতে বিরাম না-দেওয়া ১৫. হাসি ১৭. অন্ন দান করে যে ১৮. গর্ধব ২০. বাগিচা বা কানন

সমাধান ৪৫ — পাশাপাশি: ১. চরাচর ৪. অমল ৬. ক্রম ৭. কদলি ৮. দাম ৯. সঙ্গ ১০. কমলা ১২. শরম ১৪. কলকে ১৫. তরকা ১৭. বর ১৮. কান ১৯. বিনয় ২০. হাঁকা ২১. হরষ ২২. দারুচিনি

ওপর-নিচ : ১. চক্রবাক ২. রাম ৩. রকম ৪. অলি ৫. লবঙ্গ ৮. দালাল ৯. সমর ১১. মকর ১৩. রতন ১৬. কানাকানি ১৭. বরাহ ১৮. কায়দা ১৯. বিষ ২০. হাঁচি

আজকের দিন

■ **১৯৬৬** — স্পেনের উপর একটি বি-৫২ বোমারু বিমানের সংঘর্ষে তিনটি হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

■ **১৯৯৪** — নর্থরিজ ভূমিকম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে আঘাত হানে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়।

■ **২০০১** — কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি লরেন্ট কাবিলাকে হত্যা করা হয়।

জন্মদিন

১৯১৭ *রাজনীতিবিদ ও অভিনেতা এমজি রামচন্দ্রনের জন্মদিন।*

১৯১৮ *চলচ্চিত্র নির্মাতা কামাল আমরোহির জন্মদিন।*

১৯৪৫ *গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের জন্মদিন।*

এমজি রামচন্দ্রন

ভেনেজুয়েলা

মার্কিন আগ্রাসন ও অসহায় রাষ্ট্রপুঞ্জ

শান্তনু রায়

নতুন বছরের আরম্ভেই নতুন করে মার্কিন দাদাগিরিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরে যে সংঘাতের সূচনা হল তা নিঃসন্দেহে বিশ্ব শান্তির পক্ষে উদ্বেগের। সেটাও ছিল এক ৩রা জানুয়ারী। ৩৬ বছর আগের সে দিনটির কথা মনে পড়ে গেল গত তিন তারিখে রাতের অন্ধকারে ভেনেজুয়েলায় আচমকা ধারাবাহিক বিমান হামলা চালিয়ে ট্রাম্পের আমেরিকা সেদেশের সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাড়ে তিন দশকের বেশি সময়ের ব্যবধানে দুটি ঘটনার কিছু তফাত আছে নিশ্চয়ই-তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিনিয়র বুশ আর বন্দী নোরয়েগা ছিলেন পানামার পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব নিয়ন্ত্রনের একই মনোভাব পরিস্ফুট উভয় ক্ষেত্রেই।

বিশ্বজুড়ে ঝড় উঠেছে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে শনিবার ভেনেজুয়েলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজিরবিহীন এই দাদাগিরিতে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প কথা না শুনলে তাঁরও পরিনতি এমনই হবে ।অদূর ভবিষ্যতে বশংবদ কারোকে বসিয়ে অনুগত কোন পুতুল সরকার গঠনের পরিকল্পনা হয়ত রয়েছে ট্রাম্পের। এঘটনায় অনেকেরই হয়ত যেমন মনে পড়ে যাবে বছর দেড়েক আগে পড়শি দেশ বাংলা দেশে ষড়যন্ত্র করে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে(যতই নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ থাক)সরিয়ে এক ক্রীড়নককে বসানোর বাইডেনের আমেরিকার কীর্তিকলাপ তেমনই হয়ত মনে পড়বে তেইশ বছর আগে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে ধরতে ইরাকের উপর জর্জ বুশের আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীর হামলার ঘটনা ।

ভেনেজুয়েলা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব প্রতিবাদ জানালেও আমেরিকার বেপরোয়া মনোভাবের সামনে নখদন্তীন রাষ্ট্রপুঞ্জ কিঞ্চিৎ অসহায়। অনেকের হয়ত মনে পড়বে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অধ্যায়ে নব জাগ্রত আফ্রিকান জাতীয়তাবাদকে দমন করতে ১৯৫৯ এ কঙ্গোর রাষ্ট্রপ্রধান বিপ্লবী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে উপনিবেশবাদীদের চক্রান্ত করে হত্যা করার ঘটনা সোভিয়েত সহ বিশ্বেরবৃহৎ শক্তিবর্গের অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা আর রাষ্ট্রপুঞ্জের নপুংসকতার সুযোগ নিয়ে।

প্রসঙ্গত ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার আগের কথায় অনেকের মনে প্রত্যাশা জাগলেও , আসলে ব্যবসায়ী ট্রাম্প আমেরিকার বানিজ্য স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদেশনীতি স্থির দেশের করেন। এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব নিজের কোলে টেনে একেবারে নোবেল শান্তিপুরস্কার-প্রত্যাশী ট্রাম্পের উমেদারিতে সন্ত্রাসের মদতদাতা ও আঁতুড়ঘর আই এম এফ থেকে পাকিস্তান অর্থসাহায্য পায়। আর ভারতকে চাপ দিতে অস্বাভাবিকভাবে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয় । সেন্ট মারটিনস দ্বীপ দিতে অস্বীকৃত হাসিনাকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে কুপিত বাইডেনের আমেরিকা মদত দিয়েছিল।

ফিরে আসি গোড়ার কথায়। ট্রাম্প প্রশাসনের এই নির্লজ্জ আক্রমনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে ভেনেজুয়েলায় তো বটেই বিশ্বের অন্যত্রও এমনকী আমেরিকার অভ্যন্তরেও- শিকাগোর রাস্তায় হাজারে হাজারে মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছে। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আমেরিকার অভিযোগ সরকারিভাবে ড্রাগের ব্যবসায় মদত দেওয়া ও আমেরিকা ভুখণ্ডে অভিবাসী প্রবেশ করানো। যদিও অনেকেই মনে করেন ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে লাতিন আমেরিকার অন্যতম দেশ ভেনেজুয়েলার বিশাল তৈল ও খনিজ সম্পদের উপরই ট্রাম্পের আমেরিকার নজর।শোনা যায় ভেনেজুয়েলার তেলের ভাণ্ডার সৌদি আরবের চেয়েও বেশি।

এটা ঘটনা যে ভেনেজুয়েলার নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে যার শুরু পূর্বতন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের সময় থেকেই। উত্তরসুরী হিসেবে নিকোলাস মাদুরার সময়ে সেই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারে অর্থনৈতিক নীতির কারণে এবং আমেরিকার কঠোর থেকে কঠোরতর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে । কিন্তু শ্যাভেজ ও মাদুরা কেউই আমেরিকার চাপের কাছে কখনও নতিস্বীকার করেননি।কিন্তু প্রশ্ন হলো আমেরিকার ভেনেজুয়েলার প্রতি রোষ কি নিছক পেট্রো-ডলারের সমস্যা?

বস্তুত ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আমেরিকার বিরোধের উৎস খুজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় আড়াই দশক আগে ১৯৯৯ এ হুগো শ্যাভেজের ক্ষমতায় পদার্পণের মধ্য দিয়ে আদর্শিক লড়াইয়ের সূচনার ক্ষণে। প্রাক্তন এই সেনাকর্তা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ডাক দিয়েছিলেন ‘একুশ শতকের সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার যা সিমন বলিভারের আদর্শ-অনুপ্রাণিত বলিভারিয়ান সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত এবং যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাতিন আমেরিকার নীতির প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে বিশ্বের বৃহত্তম তেলভাণ্ডারের অধিকারী এই দেশটির তেল সম্পদ মূলত পশ্চিমের তেল কোম্পানী ও স্থানীয় অভিজাতদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। শ্যাভেজ ক্ষমতায় এসেই একদিকে দেশের তৈলসম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন কার্যকরী করে তেলের লভ্যাংশ দরিদ্রদের সামাজিক কর্মসূচীতে ব্যবহার করতে শুরু করেন অন্যদিকে ওপেককে আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেন যাতে তেলের বৈশ্বিকমূল্য স্থিরীকরণে মার্কিন প্রভাব হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এবিধ পদক্ষেপ আমেরিকার না পসন্দ হবেই। এ ছাড়াও ফিদেল কাস্ত্রোর ঘনিষ্ট বন্ধু শ্যাভেজ আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন।২০০২ এ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শ্যাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও বুশ প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে পড়ে, আমেরিকা এ ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করলেও। ২০১৩য় অসুস্থ শ্যাভেজের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তাঁর বিশ্বস্ত উত্তরসুরী বর্তমান রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাঁর আমল থেকেই দেশের অর্থনৈতিক ধস ও রাজনৈতিক সঙ্কটের শুরুয়াত। ২০১৪ থেকে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ক্রমাগত পড়তে শুরু হলে ভেনেজুয়েলার অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।শ্যাভেজের আমলে তেলের উপর অতি নির্ভরতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবহেলার ফলস্বরুপ ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি এই প্রভাবে ভেঙ্গে পড়ে।এও ঘটনা যে ভেনেজুয়েলায় বিশ্বের বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার থাকলেও সে তেল উত্তোলনের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও প্রযুক্তি নেই- আছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব।এই অজুহাত দেখিয়ে ট্রাম্প এখন বড় গলা করে বলছেন , যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পেলে ভেনেজুয়েলার তেলশিল্প লাভবান হবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেল কোম্পানীকে ভেনেজুয়েলায় পাঠাব’ তারা হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ভেঙ্গে পড়া তেল অবকাঠামো ঠিক করবে। এই তেল কোম্পানীগুলো ভেনেজুয়েলার হয়ে আয় করবে’।

এও অনুমেয় যে চীন ও রাশিয়ার জন্য লাতিন আমেরিকায় প্রবেশের এক গুরুত্বপূরণ পথ ভেনেজুয়েলার প্রতি মার্কিন বৈরিতা তেলের ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রনের সাথে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বও - আমেরিকার নব্য উদারবাদী গণতন্ত্র ও অর্থনীতির সাথে শ্যাভেজ প্রবর্তিত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক মডেলের দ্বন্দ্বও একটি কারণ বটে।ইভা গ্যালিঙ্গার তাঁর বুশ ভারসাস শ্যাভেজ গ্রন্থে লিখেছেন- একটা সময় আমেরিকার সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যম তো বটেই কতিপয় আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট শ্যাভেজকে খলনায়ক প্রতিপন্ন করে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আমেরিকার আরও আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারির পক্ষে সওয়াল করতে থাকে । মাদুরাও দীর্ঘদিন ধরে লাতিন আমেরিকাকে মার্কিন-প্রভাব বলয়ের বাইরে আনার চেষ্টা করে আমেরিকার আঞ্চলিক আধিপত্যকেই চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলেছেন।

মাদুরার বিরুদ্ধে দেশের জনগণের কিছু সঙ্গত ক্ষোভ আছে। ২০১৭-য় জাতিয় গণপরিষদকে অগ্রাহ্য করে বিতর্কিতভাবে নিজের পছন্দমত ও অনুগত একটি গণপরিষদ গঠন করার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার সম্মুখীন হন।তাঁর আমলে ২০১৮ ও ২০২৪ এর নির্বাচনও বিতর্কিত-গায়ের জোরে ভুয়ো ভোট করানোর অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ।

কিন্তু সে কারণে কিংবা আন্তর্জাতিক মহলের যে অভিযোগই থাক এভাবে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে নগ্ন আক্রমনের ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের আপন জাতীয় স্বার্থে এভাবে দাদাগিরির এ নজির শুধু লাতিন আমেরিকা নয় বিশ্বের বাকী দেশগুলির পক্ষেও আশঙ্কাজনক।

আমেরিকার মাদুরা-অপহরণের এই ঘটনার পর ২০২৫ এ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত তীব্র মাদুরা বিরোধী জননেত্রী মারিয়া করিয়া মাচাদো যিনি জর্জ বুশের আমল থেকে ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ এবং নোবেল পুরস্কার পেয়ে বন্ধু ট্রাম্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং যাকে ভেনেজুয়েলা সরকারের কড়া নজরদারি এড়িয়ে গোপনে আমেরিকার গোয়েন্দারা দেশ থেকে বার করে এনেছিলেন সেই মাচাদো বলেছেন ‘তার (মাদুরার) প্রাপ্য ছিল ‘।

মাচাদো নাহয় তার মাদুরা বিরোধী অবস্থান থেকে এ মন্তব্য করেছেন কিন্তু বিশ্বের আর এক বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সাথে তিন বছরের অধিক কাল ধরে যুদ্ধ চালানো ও একবছরও হয়নি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের কাছে প্রকাশ্যে চরম অপমানিত ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া বেদনাদায়ক- ভু-রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় এমন বশংবদতা! কারণ মনে রাখতে হবে ভেনেজুয়েলায় দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের প্রধানের মতো ট্রাম্পের পদক্ষেপ যদি অনিন্দিত ও প্রতিবাদহীন থেকে যায় তবে তা থেকে পরোক্ষে একধরনের বৈধতা পেয়ে যায় অপর বৃহৎ শক্তি রাশিয়ারও ক্রিমিয়া দখলের পর অজুহাত দেখিয়ে ইউক্রেন আক্রমণও কিংবা অরুনাচলের জন্য লোলুপ চিনের দ্বারা তিব্বতের ‘মুক্তি’র পর তাইওয়ানের ওপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টাও।

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আমেরিকার বিরোধের উৎস খুজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় আড়াই দশক আগে ১৯৯৯ এ হুগো শ্যাভেজের ক্ষমতায় পদার্পণের মধ্য দিয়ে আদর্শিক লড়াইয়ের সূচনার ক্ষণে। প্রাক্তন এই সেনাকর্তা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ডাক দিয়েছিলেন ‘একুশ শতকের সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার যা সিমন বলিভারের আদর্শ-অনুপ্রাণিত বলিভারিয়ান সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত এবং যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাতিন আমেরিকার নীতির প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে বিশ্বের বৃহত্তম তেলভাণ্ডারের অধিকারী এই দেশটির তেল সম্পদ মূলত পশ্চিমের তেল কোম্পানী ও স্থানীয় অভিজাতদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। শ্যাভেজ ক্ষমতায় এসেই একদিকে দেশের তৈলসম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন কার্যকরী করে তেলের লভ্যাংশ দরিদ্রদের সামাজিক কর্মসূচীতে ব্যবহার করতে শুরু করেন অন্যদিকে ওপেককে আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেন যাতে তেলের বৈশ্বিকমূল্য স্থিরীকরণে মার্কিন প্রভাব হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এবিধ পদক্ষেপ আমেরিকার না পসন্দ হবেই।

চর্চাবাসর ৫২

ফারসি ‘আব’ মানে জল। তার সঙ্গে হাওয়া কথাটা যুক্ত করে আবহাওয়া। বাংলা জোঁক কথাটা এসেছে সংস্কৃত ‘জলৌকা’ থেকে (‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’, পৃ ২৬৮, ৭৫)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে মালদায় উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রধানমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে মালদায় উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। পুলিশি তৎপরতায় গ্রেপ্তার এক যুবক। ঘটনায় চাচোল মহকুমার রতুয়া থানার সামসী ফাঁড়ির পুলিশ সফলতা পেয়েছে। সামসী রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে এই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোটা বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম উত্তম রায় (২৬)। তার বাড়ি মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায়। উদ্ধার হয়েছে ২টি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড কার্তুজ। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর জেলা সফরকে কেন্দ্র করে সর্বত্রই কড়া নজরদারি রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের। সামসী রেল স্টেশনের দিক থেকে একটি ব্যাগে ঘাড়ে করে এই যুবক বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকেকে কেন্দ্র করে যখন পুলিশ জোরদার নিরাপত্তা চালাচ্ছে ঠিক কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের নজরে আসে এই যুবক। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশের সন্দেহ হয়। তৎপরতার সাথে পুলিশ তার ব্যাগ খুলে দেখতে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। তারপরেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের অনুমান, ভিন রাজ্য থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে জেলায় কোন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার ছক ছিল। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাত পোহালেই মালদহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধনের আগে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছে যান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রেলমন্ত্রী। টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ঘুরে দেখেন রেলমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সফরের উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সেজেছে মালদা টাউন স্টেশন। রেলমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এরাজ্যে রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। যা ইউপিএ সরকারের তুলনায় তিন গুণ বেশি। বাংলায় ১০১টি স্টেশনের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হচ্ছে। কলকাতা মেট্রো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। মোদি সরকার আসার পরে ৪৫ কিলোমিটার নতুন ভাবে মেট্রো সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে পাথর মারার ঘটনায় যারাই যুক্ত থাকবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিন মালদা টাউন স্টেশনে সংবাদমাধ্যমে এমনই প্রতিক্রিয়া জানান রেল মন্ত্রী।

আরামবাগ মহকুমায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সংগঠনে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল চরমে। ভোটের আগে সংগঠনে ভাঙন। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে আরামবাগ মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিশেষ করে আরামবাগ ব্লক ও গোঘাট ব্লকে অঞ্চল সভাপতি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দলের সাংগঠনিক ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। অঞ্চল সভাপতি বদলের দাবিতে প্রতিবাদ, রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে দলীয় কার্যালয়ে তালা;সব মিলিয়ে অস্বস্তিতে শাসক দল। আরামবাগ ব্লকে আরান্ডী এক ও দুই অঞ্চলে অঞ্চল সভাপতির নাম ঘোষণার পরেই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ক্ষুব্ধ কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এবং অঞ্চল সভাপতি বদলের দাবি তোলেন। অভিযোগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিচুতলার কর্মীদের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু আরান্ডী নয়, ব্লকের বাকি ১৩টি অঞ্চল থেকেও অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। নিচুতলার কর্মীদের একাংশ প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা সংবাদমাধ্যমে জানান, 'কাটমানির অভিযোগ ভিত্তিহীনদলের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকতেই পারে। সেগুলি আলোচনা করেই মেটানো হবে। সংগঠনকে শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য।' তবে তিনি মানেন, কিছু জায়গায় অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এবং তা সমাধানের চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে গোঘাটেও অশান্তির ছবি। গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক গোষ্ঠী তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পাশাপাশি কামারপুকুর চটিতে গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল কর্মীদের একাংশ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'কিছু কর্মীর ক্ষোভ রয়েছে ঠিকই, তবে দল বিরোধী কাজ মেনে নেওয়া হবে না। ব্লক কমিটির মিটিংয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করে দল বিরোধী কাজের জন্য শো কজ বা সাসপেন্ড করা হবে। তবে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে।' এই পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে সংগঠন ভেঙে পড়ছে। মানুষ বুঝে গিয়েছে, উন্নয়ন নয়, ওরা নিজেদের ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত।' সবমিলিয়ে ভোটের আগে এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

দশ বছর সশ্রম কারাবাসের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এক মহিলার সঙ্গে সহবাস। পরবর্তীতে নানা অজুহাতে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে বিষয়টি নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ২০২০ সালে নির্যাতিতা মহিলা অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। অভিযুক্তের নাম ওমরেশ কুমার মণ্ডল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মামলার শুনানি চলে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। সাক্ষ্যপ্রমাণ, নথিপত্র ও উভয় পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখার পর আদালত অভিযুক্ত ওমরেশ কুমার মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজ আদালতের রায়ে অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংশোধনী

গত ১৬.০১.২০২৬ তারিখে বাংলা দৈনিক **'একদিন'** পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে **পরিচালক মণ্ডলীর প্রতিনিধিগনের নির্বাচনের দিনের নির্ঘন্ট** এর পরিবর্তে **পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগনের নির্বাচনের দিনের নির্ঘন্ট** পড়িতে হইবে। বাকি সব অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাঃ

(রাফসান জানি মোল্লা) (গৌরাঙ্গ চৌধুরী)

(মৌসুমী চক্রবর্তী)

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

পিয়াসাড়া স্টেশন পট্টি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তারকেশ্বরে স্ত্রীর হাতে শুনানির নোটিস ধরালেন বিএলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নিজের স্ত্রীকে শুনানির নোটিশ ধরালেন এক বিএলও। শুক্রবার সেই শুনানি। এমনটা যে করতে হবে তা ভাবেননি তিনি। যদিও এতে স্বামীর কোনও ভুল দেখতে পাচ্ছেন না স্ত্রী। নোটিস পাওয়ার পরে, নিয়ম মেনে সেই শুনানিতে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই ঘটনা হুগলির তারকেশ্বর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪৮ নম্বর বুথের। ওই এলাকাতেই বাস করেন পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা সুস্মিতা মজুমদার। তাঁর স্বামী রাজশেখর মজুমদার-ই সেখানকার বিএলও। তিনিই বুধবার তাঁর স্ত্রীর হাতে শুনানির জন্য নোটিস ধরিয়েছেন। সুস্মিতা মজুমদারের বাবা সুব্রত চট্টোপাধ্যায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সেই কারণে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। তবে, ভোটার লিস্টে নাম ছিল তাঁর দাদু ভুপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। হুগলি জেলারই জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা ১০৪ নম্বর অংশে নাম ছিল তাঁর। এই কারণে এসআইএর-এর সময়ে দাদুর নাম ম্যাপিং করান সুস্মিতা মজুমদার। জানা গিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা অনুসারে দাদুর সঙ্গে মাত্র ৪০ বছরের ফারাক আছে ওই শিক্ষিকার। এই কারণ দেখিয়েই শুনানির নোটিস ধরানো হয়েছে তাঁকে। সুস্মিতা মজুমদার জানিয়েছেন, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর দাদু ভুপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স উল্লেখ করা আছে ৮১ বছর। বর্তমানে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো প্রায় ১০৫ বছর। ২০১০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমানে সুস্মিতা মজুমদারে বয়স ৩৭ বছর। এই হিসাব ধরলে বয়সের ফারাক ৬৫ বছর হওয়ার কথা। রাজশেখর মজুমদার জানিয়েছেন, কী কারণে এই হতে পারে তা তিনিও বুঝতে পারছেন না। তাঁর এলাকায় আরও কয়েক জন শুনানির জন্য নোটিস পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও সুস্মিতা মজুমদার জানিয়েছেন, এই ক্ষেত্রটি বিএলও-দের কোনও গাফিলতি নেই। আর, তাঁর স্বামীর মতে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এই ভুল হচ্ছে। যার ফলে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধরণ মানুষকে।

মাতৃভক্তি ও আর্তসেবার অনন্য নজির। বেলপাহাড়িতে প্রান্তিক মানুষের পাশে 'কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। সকলের হাতে হাতে কম্বল, সোয়েটার-সহ নতুন পোশাক এবং পুষ্টিকর আহার তুলে দেন সকলের কর্ণধার সুব্রত রায়।

গলসিতে শতাধিক বিএলও-র গণ ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নির্বাচন কমিশনারের ক্রমাগত কাজের ধরণ পরিবর্তনে ও কাজের চাপে নাজেহাল বিএলওরা। ফলে ভোটারদের কাছে বিভিন্ন প্রকার অসন্তোষের কারণ হতে হচ্ছে তাঁদের। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশন প্রতিদিনই নিয়ম বদলাচ্ছে। তাই এসআইআর-এর কাজ কোনোভাবেই সম্পূর্ণরূপে শেষ করা যাচ্ছে না। ক্রমাগত কাজ বেড়েই চলেছে। তার উপরে আছে তাঁদের স্কুলের ডিউটি। তাদের এই অসামান্য চাপ তারা আর নিতে পারছেন না। তাই শেষমেষ সমস্ত বিএলও গণ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমে গলসি থানায় জানিয়ে গলসি ২ নম্বর বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়ে প্রথমে বিডিও অফিসের সামনে বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে তাঁরা তাঁদের দাবি জানাতে থাকেন। পরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মৈত্রেয়ী ভৌমিকের কাছে এসডিওর উপস্থিতিতে তাঁদের ইস্তেফাপত্র জমা দেন। ২৫ দফা বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বিএলওরা তাঁদের ইস্তেফাপত্র জমা দেন। বিএলওরা এই প্রতিকি ইস্তফা হিসেবে অন্তত দু'দিন কোনও কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন। এই ইস্তফাপত্র বিডিও গ্রহণ করে সিইও দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানান বিএলও প্রতিনিধিরা।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে মহিন্দর কালী তলা সংলগ্ন চিলেরডাঙা মাঠ থেকে শুক্রবার সকালে উদ্ধার হয় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। পাশেই শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করতে এসে অনেকেই দেহ পরে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। শশা খেতে পরে থাকে এই অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ। তার পরনে জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। পাশের আলু খেতে পাওয়া যায় তার গেঞ্জি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

indifi

Capital Private Limited

ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

(পূর্বে রিভেরা ইনভেস্টরস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)

রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট-১৯, ১ম তল, ব্লক সি, সেবা টাওয়ার, সেক্টর-১৮, ফেজ-৪, উদ্যোগ বিহার, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা-১২২০১৫, ভারত

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : U65923HR1980PTC069400

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহক এবং জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য যে ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা, যা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) তে নিবন্ধিত এবং নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (COR) নং B-14.03389 ধারণ করে, যার নিবন্ধিত অফিস - প্লট-১৯, ১ম তল, ব্লক সি, সেবা টাওয়ার, সেক্টর-১৮, ফেজ-৪, উদ্যোগ বিহার, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা-১২২০১৫, ভারত ("কোম্পানি") রয়েছে, তার শাখা অফিস ৩/২, ৪র্থ তল, ৭৫সি পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ ("শাখা") বন্ধ করছে। এই প্রকাশনার তারিখ অনুসারে, এই শাখার বকেয়া ঋণ বই শূন্য, এবং এই শাখা থেকে কোনও ব্যবসা বা গ্রাহক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে না। সেই অনুযায়ী, ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে শাখাটি বন্ধ থাকবে। যে কোনও গ্রাহক বা ব্যক্তি যাদের কোনও উদ্বেগ আছে বা কোম্পানির কাছ থেকে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন, তারা cs@indifi.com ইমেল ঠিকানায় ইমেল পাঠিয়ে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট সকলকে এটি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

তারিখ : ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬ **অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ১০২ এর অধীনে)

শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জীর ঋণদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

(মেসার্স পুরুলিয়া মেটাল কাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যক্তিগত জামিনদাতা)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তথ্যাদি
১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জি
২.	কর্পোরেট ডেটরের নাম এবং সিন নং	নাম : মেসার্স পুরুলিয়া মেটাল কাস্টিং প্রা. লি. CIN : U27109WB2004PTC099785
৩.	ডেটর/ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	হুচুকপাড়া, কৃষ্ণ কুঠির, পুরুলিয়া-৭২৩১০১; ১/৩৩৬ গড়িয়াহাট রোড, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮; ৩১, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৪ডি/১, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১৩
৪.	আবেদন নির্দেশের বিস্তারিত	২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সটি কোড এর ধারা ৯৫(১) অধীনে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক দাখিল করা আবেদন মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ - ২ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩ জানুয়ারী ২০২৬ - সি.পি (আইবি) নং 238/KB/2024 অনুযায়ী
৫.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬
৬.	প্রস্তাব পেশাদার যার কাছে দাবি নথিভুক্ত করতে হবে তার বিবরণ	রাজনন্দন কুমার শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫। ইমেল আইডি **rnk_sa2004@yahoo.co.in** মোবাইল নম্বর ৯৮৩১১৫১৫০৫
৭.	প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি পাওয়া যাবে	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কলকাতার ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ ১৩.০১.২০২৬ তারিখে শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জির ব্যক্তিগত জামিনদারের দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জির পাওনাদারদের ০৭.০২.২০২৬ তারিখে বা তার আগে ভারতের দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৯ এর রেগুলেশন ৭(১) এর অধীনে নির্ধারিত "ফর্ম বি" তে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হচ্ছে। দফা নং ৬ এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে। পাওনাদারদের তাদের দাবি প্রমাণ, দাবির বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে জমা দিতে হবে। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

রাজনন্দন কুমার

প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬ **IBBI/IPA-001/IP-P-02721/2022-2023/14161**

স্থান : কলকাতা **শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭ সি পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ১০২ এর অধীনে)

শ্রী অনির্বাণ মুখার্জীর ঋণদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

(মেসার্স পুরুলিয়া মেটাল কাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যক্তিগত জামিনদাতা)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তথ্যাদি
১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী অনির্বাণ মুখার্জী
২.	কর্পোরেট ডেটরের নাম এবং সিন নং	নাম : মেসার্স পুরুলিয়া মেটাল কাস্টিং প্রা. লি. CIN : U27109WB2004PTC099785
৩.	ডেটর/ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	হুচুকপাড়া, কৃষ্ণ কুঠির, পুরুলিয়া-৭২৩১০১; ১/৩৩৬ গড়িয়াহাট রোড, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮; ৩১, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৪ডি/১, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১৩
৪.	আবেদন নির্দেশের বিস্তারিত	২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সটি কোড এর ধারা ৯৫(১) অধীনে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক দাখিল করা আবেদন মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ - ২ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩ জানুয়ারী ২০২৬ - সি.পি (আইবি) নং 237/KB/2024 অনুযায়ী
৫.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬
৬.	প্রস্তাব পেশাদার যার কাছে দাবি নথিভুক্ত করতে হবে তার বিবরণ	রাজনন্দন কুমার শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫। ইমেল আইডি **rnk_sa2004@yahoo.co.in** মোবাইল নম্বর ৯৮৩১১৫১৫০৫
৭.	প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি পাওয়া যাবে	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কলকাতার ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ ১৩.০১.২০২৬ তারিখে শ্রী অনির্বাণ মুখার্জির ব্যক্তিগত জামিনদারের দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রী অনির্বাণ মুখার্জির পাওনাদারদের ০৭.০২.২০২৬ তারিখে বা তার আগে ভারতের দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৯ এর রেগুলেশন ৭(১) এর অধীনে নির্ধারিত "ফর্ম বি" তে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হচ্ছে। দফা নং ৬ এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে। পাওনাদারদের তাদের দাবি প্রমাণ, দাবির বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে জমা দিতে হবে। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

রাজনন্দন কুমার

প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬ **IBBI/IPA-001/IP-P-02721/2022-2023/14161**

স্থান : কলকাতা **শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭ সি পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫**

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L17119WB1919PLC003429

রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121 । ই-মেল : corporate@kesoram.com । ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

টাকা/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম												
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৩৩.৬০	২.৩৩	৫.২৪	৪৬.৪৭	১৪.৮১	২৩.৮১	৯৮.৮১	৫৯.২০	৬৬.৪৩	২৩০.৬০	১৯৪.৯৯	২৭৯.৩৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	৩০.০৪	(৩.৭৬)	০.১৭	৩২.৯২	(৪.৮৩)	(৩৪.৭০)	৬.০২	(২৫.৮৭)	(১৮.৪৫)	(২৯.৪৭)	(৬২.০২)	(৯১.০৫)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) (*)	৩০.০৪	(১১১.৮৬)	(৬৩.৫৮)	(২০৯.২৩)	(৬৮.৫৮)	(২২৪.৭০)	৬.০২	(২৫.৮৭)	(১৮.৪৫)	(১১৯.২৮)	(৬২.০২)	(৯১.০৫)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) (*)	৩০.০৪	(১১১.৮৬)	(৬৩.৪৭)	(২০৯.১৪)	(৯৪.৭২)	(২৪৪.১২)	৬.০২	(২৫.৮৭)	(১৮.৩৪)	(১১৯.১৯)	(৮৮.১৬)	(১১০.৪৭)
	অচলতি কার্যক্রম												
৫	ডিমার্জার থেকে লাভ / বন্ধ হওয়া কার্যক্রম থেকে (ক্ষতি) (*)	-	-	(৫০.৮৩)	-	(১১২.৩০)	৫,৬৭৫.৬৩	-	-	(৫০.৮৩)	-	(১১২.৩০)	৫,৬৭৫.৬৩
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৩০.০৩	(৯২.৫৯)	(১১৪.৩০)	(১৮৯.৮৮)	(২০২.৩২)	৫,৪৩১.২৪	৬.৭২	(৬.০৭)	(৬৯.১৭)	(৯৮.৬৯)	(১৯৫.৭৬)	৫,৫৬০.৩৪
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	২৩৪.২২	-	-	-	-	-	১৪০.৭৮
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
১০	নিট মূল্য	৩৫১.৯৩	৩২১.৯০	১১১.৮৭	৩৫১.৯৩	১১১.৮৭	৫৪১.৮১	৩০৮.১৮	৩০১.৪৬	(১৪৫.৬১)	৩০৮.১৮	(১৪৫.৬১)	৪০৬.৮৭
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)												
ক)	**চলতি কার্যক্রম :**												
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.৯৭	(৩.৬০)	(২.০৪)	(৬.৭৩)	(৩.০৫)	(৭.৮৬)	০.১৯	(০.৮৩)	(০.৫৯)	(৩.৮৪)	(২.৮৪)	(৩.৫৬)
খ)	**অচলতি কার্যক্রম :**												
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	-	-	(১.৬৪)	-	(৩.৬১)	১৮২.৭০	-	-	(১.৬৪)	-	(৩.৬১)	১৮২.৭০
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.৯৭	(৩.৬০)	(৩.৬৮)	(৬.৭৩)	(৬.৬৬)	১৭৪.৮৪	০.১৯	(০.৮৩)	(২.২৩)	(৩.৮৪)	(৬.৪৫)	১৭৯.১৪

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com -তে পাওয়া যাবে।

(খ) পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও পক্ষে

স্বা/-

পি. রাধাকৃষ্ণান

হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

(দেউলিয়াগ্রস্ত)

CIN : U15432WB1933PTC007599

রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১

"ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - কর্পোরেট ডেটর এর যৌথভাবে সম্পদসমূহ বা সম্পদসমূহ এককভাবে, সামগ্রিকভাবে একলপ্তে বিক্রি। কর্পোরেট ডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ১২ম এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	১৭.০১.২০২৬
২.	ই-নিলাম অধীনে সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারনের মেয়াদ	ব্লক এ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত ব্লক বি- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত ব্লক সি- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা পর্যন্ত
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করবেন	ব্লক এ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্লক বি- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্লক সি- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত **https://ibbi.baanknet.com** প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে। ব্লক এ- তারিখ ১৬.০২.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে) ব্লক বি- তারিখ ১৭.০২.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে) ব্লক সি- তারিখ ১৯.০২.২০২৬, সকাল ১১.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণে)
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটা দোকানের নিকট,কলকাতা - ৭০০০১২। ইমেল ঠিকানা : **ibc@sasamusasugar.com** **ipcamanishjain@gmail.com**

ব্লক এ

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
মোলাসেস আনুমানিক ২৩৩৮০ কুইন্টাল। আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ভ্যালুয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন অনুযায়ী।	১৬.০২.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৮৪.০০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৮.৪০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫ লাখ টাকা

ব্লক বি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটরের মূল সম্পদগুলি অবস্থিত : জমি (জমির এরিয়া বিস্তারিত পরিবারের বা প্রমোটারের জামিনদত্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট (দায়মুক্ত জমির এরিয়া) : ৪৪ বিঘা-০৮ কাঠা -০৭ ধুর) এবং ভবন সুগার মিল হিসেবে ব্যবহৃত সুগার মিলের জন্য লিজ জমি এবং নির্মাণ ব্যতীত এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (২৬.১১.২০২৫ তারিখে ইতিমধ্যেই সফলভাবে নিলামকৃত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অনুযায়ী) আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি-মেসার্স সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড অবস্থিত পো সাসা মুসা, থানা কুচাইকোটে, জেলা গোপালগঞ্জ, বিহার- ৮৪১৫০৫। জিপিএস মধ্যস্থতা ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। সাসা মুসা এর নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন ১ কিমি দূরে। নিকটতম রেলওয়ে জংশন সিওয়ান ৩৯ কিমি দূরে। নিকটতম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কুশিনগর, ৬০ কিলোমিটার দূলে। নিকটতম ন্যাশনাল হাইওয়ে এনএইচ২৭ (পোরবন্দর গুজরাত থেকে শিলচর অসম) ১ কিমি দূরে।	১৭.০২.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ৬৬৪০ লাখ টাকা ("সংরক্ষিত মূল্য")	আইএন আর ৬৬৪.০০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫০ লাখ টাকা

ব্লক সি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
আর্থিক সম্পদের জামিন নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত এবং মোলাসেস যা পৃথকভাবে ই-নিলাম করা হয়েছে তা ব্যতীত	১৯.০২.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ)	আইএনআর ৫০ লাখ ('সংরক্ষিত মূল্য')	আইএনআর ৫.০০ লাখ টাকা	আইএনআর ৫.০০ লাখ টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. "এই নোটিশের খসড়াটি প্রকাশের আগে পর্যালোচনা এবং নিশ্চিতকরণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

২. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।

৩. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং / অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৪. "এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, মর্নিং ইন্ডিয়া (ইংরেজি সংস্করণ) এবং একদিন (বাংলা সংস্করণ) এবং সনমার্গ (হিন্দি সংস্করণ) এ প্রকাশিত হচ্ছে এবং আইবিবিআই (www.ibbi.gov.in), কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা (www.sasamusasugar.com) এবং ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম (https://ibbi.baanknet.com) এর ওয়েবসাইটে রেগুলেশন ১২(৩) অনুসারে হোস্ট করা হচ্ছে।"

৫. "এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর রেগুলেশন ১২ এবং তফসিল I এর অধীনে জারি করা হয়েছে, যা দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ৩৫(১)(এন) এর সাথে পঠিত।"

৬. "সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বিবরণ আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৫ দ্বারা পরিচালিত এবং অনুসারে পরিচালিত দুটি স্বাধীন মূল্যায়নের গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।"

৭. "আইবিসি এর ধারা ৩৩ এবং আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর প্রাসঙ্গিক বিধান (যা ১৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসারে সম্পদগুলি নিরাপত্তা সুদ এবং দায়মুক্তভাবে বিক্রি করা হচ্ছে; তবে, লিকুইডেশনের পূর্বে কোনও বিধিবদ্ধ পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায় গ্রহণ করেন না।"

৮. লিকুইডেটর কর্পোরেট ডেটর অথবা সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবদ্ধ পরিসংখ্যান নথি প্রতিবেদন তৃতীয় পক্ষের দেওয়া নথির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে কোনও ভুল, বাতিল বা ভ্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য দায়ী হবেন না।

৯. "ইএমডি-তে সুদ থাকবে না এবং নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে একই পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে Baanknet প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যর্থ দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে, সফল কেওয়াইসি এবং ব্যাংক যাচাইকরণ সাপেক্ষে।'

১০. 'সফল দরদাতা প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অবলুপ্তির পূর্বে সমস্ত পুরানো বকেয়া, শুল্ক, স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি এবং যেকোনো সরকারী পাওনা বা অপ্রদত্ত বিধিবদ্ধ দায় বহন করবেন।

১১. 'দরদাতাদের তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে এবং যথাযথ পরিশ্রমের সময় প্রাপ্ত কোনও তথ্যের অপব্যবহার করবেন না। যেকোনো অপব্যবহারের ফলে ইএমডি অযোগ্যতা এবং বাজেয়াপ্ত হবে।'

১২. বিক্রয়টি দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে https://ibbi.baanknet.com ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে https//ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।

১৩. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ই-নিলাম কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https//ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।

১৬. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।

১৭. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য কেওয়াইসি, নথি সহ বিড ফর্ম / ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল **শেষ তারিখ বা তার আগে**

ব্লক এ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত | ব্লক সি - ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত

ব্লক বি- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত

সম্পদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন / সাইট পরিদর্শন সহজতর করা হবে

ব্লক এ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত | ব্লক সি- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত

ব্লক বি- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১টা পর্যন্ত

১৮. ibc@sasamusasugar.com [illegible]

ব্লক এ- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত | ব্লক সি- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত

ব্লক বি- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত

১৯. [illegible]

২০. [illegible]

২১. [illegible]

২২. দায়িত্বত্যাগ: [illegible]

২৩. [illegible]

২৪. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নিচে প্রদত্ত ঠিকানায় বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন, লিকুইডেটর

সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড- বিষয় সম্পর্কিত

(দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি)

রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023

রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তলা, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন

লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-৭০০০১২

মোবাইল ০৯৮৩০৪৮৬৮৬৮/৯৫৮২৮০৫২২১

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬

দাঙ্গাবাজরা বেলডাঙা অবরুদ্ধ করে রেখেছে: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'যারা সিএএর সময় দাঙ্গা করেছিল, যারা ওয়াকস নিয়ে দাঙ্গা করেছিল আজ তারাই বেলডাঙা সারাদিন ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।' শুক্রবার নদিয়ার আসাননগর বাজারে সংকল্প সভায় যোগ দিয়ে বেলডাঙার ঘটনা নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আপনি যদি এই দাঙ্গা না সামাল দিতে পারেন একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে ঘরে ঢুকিয়ে দেব।' এ রাজ্যে কাজ নেই, তাই বেলডাঙা থেকে যে মুসলিম ছেলে ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়েছিল তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ঝুলন্ত মৃত উদ্ধার হয়েছে বাইরে একটি গাছের ডাল থেকে। এই মৃত্যু নিয়ে বারংবার বিজেপিকে দোষারোপ করা হচ্ছে। ছেলেটির পরিবার বলছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু।' সুকান্ত আরও বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় বিজেপি নেই। এখানে ক্ষমতায় রয়েছে হেমন্ত সোরেনের সরকার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। ইন্ডি জোটের সরকার যার অন্যতম মালিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে বিজেপি দাঙ্গা লাগাচ্ছে।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে সুকান্ত মজুমদার প্রশ্ন তোলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বিজেপিকে বহিরাগত পার্টি বলে আখ্যা দেন। কিন্তু তার দলের যিনি রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি কি বাঙালি? তাঁকে বাঁচানোর এত প্রয়াস কেন মুখ্যমন্ত্রীর?' আইপ্যাকের অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবুজ ফাইল বের করে নিয়ে আসা নিয়েও কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার। প্রশ্ন করেন, 'কী এমন রয়েছে ওই সবুজ ফাইলে? ওই সবুজ ফাইলে এমন কিছু রয়েছে, যদি সেগুলো ইডি'র নজরে আসে, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী জেলে ঢুকবে।' এদিন পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান থেকে শুরু করে মহুয়া মৈত্র কেউই সুকান্তর নিশানা থেকে বাদ জাননি। জেলার একমাত্র মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ও তাঁদের কটাক্ষ করে পাঁচালি তৈরি করে পড়ে শোনান সুকান্ত মজুমদার।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা রাজবংশী অনাথ গৃহবধূর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোটার তালিকায় নামের গরমিল। আর তাতেই শুনানি কেন্দ্রে ডাকা হয়েছিল এক মহিলাকে। বাবা-মায়ের অবর্তমানে পুরনো কোনও তথ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না ওই গৃহবধূ। অবশেষে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে সেই এসআইআর আতঙ্কেই বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ওই গৃহবধূ। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চ এলাকায়। এই ঘটনায় আবারো নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ বিএলও এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন মৃতের পরিবার। তাদের অভিযোগ, ওই মহিলার দু'বছর বয়স থাকাকালীনই তাঁর বাবা, মার মৃত্যু হয়। দাদুর বাড়িতে মানুষ। ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের পুরনো বাবা ও মায়ের নথি তাঁর কাছে ছিল না। আর সেইগুলি জোগাড় করতে যেন কালঘাম ছুটে। অবশেষে এসআইআর আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই গৃহবধূ বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের লোকেরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম বানোতি রাজবংশী (৩৫)। তার বাবার বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায়। মৃতের স্বামী সোমেন রাজবংশী পেশায় একজন কৃষক। তিনি জানিয়েছেন, দুই বছর বয়স থাকাকালীন বানোতির বাবা গোপাল রাজবংশী এবং তার পরে তাঁর মাও মারা যান। ছোট থেকেই দাদুর বাড়িতে মানুষ হয় বানোতি। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যাওয়ার কারণেই তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট কোনও কিছুই ছিল না। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর ফর্ম পূরণ করার পর সঠিক তথ্য চেয়ে পাঠায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও। কিন্তু সেই তথ্য পাওয়ার জন্য বানোতি তাঁর আত্মীয়দের বাড়ি ছোটাছুটি করেছিল। কিন্তু সঠিক কোনও তথ্যই সে জোগাড় করতে পারেনি। মৃতের স্বামী সোমেন রাজবংশীর অভিযোগ, ভোটার কার্ডের নাম বাদ চলে গেলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে পারে সরকার, এই আতঙ্ক ঘিরে রেখেছিল আমার স্ত্রীকে। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনেরাও পুরনো তথ্য যোগাড় করে দিতে সাহায্য করেনি। এদিন জমিতে দেওয়ার কীটনাশক বাড়িতে রাখা ছিল। আর সেটাই খেয়ে মারা যান বানোতি। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় এসআইআর-এর শুনানিকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। রীতিমতো পুলিশ জনতার ধস্তাধস্তিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের চাপাচাপিতে দুই মহিলা সহ কয়েকজন বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্লকের এদিন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ৩৫ হাজার মানুষকে একদিনেই শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। ব্লক অফিস সংলগ্ন চত্বরেই মানুষের ভিড়ে আচমকাই হুলস্থূল পড়ে যায় কে আগে শুনানি কেন্দ্রে ঢুকবে তা নিয়ে শুরু হয় গোলমাল। যদিও পুরো ঘটনাটি নিয়ে তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'আর কত মানুষের জীবন গেলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার থামবে। একটা মানুষকে বারবার হেয়ারিং-এর নামে হয়রানি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য কোনও কিছুই ভাবা হচ্ছে না।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আসলে তৃণমূলের পক্ষ থেকেই সাধারণ মানুষকে এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত করে তোলা হচ্ছে। ওরা এত চাপ দিচ্ছে যাতে মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে।' যদিও গোটা পরিস্থিতি নিয়ে, মালদা জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল কোনও মন্তব্য করেন নি।

চেলিয়ামার বিডিও অফিসে তৃণমূলের প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এসআইআর প্রক্রিয়ায় ডবল ভোটার, সিপটিং ভোটার ও মৃত ভোটারদের নাম বাতিল করার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম জমা না নেওয়ার দাবিতে বিজেপি জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিসে যখন অবস্থান বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় অন্য ছবি দেখা গেল শুক্রবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামার বিডিও অফিসে। এদিন নতুনডি ও রাগেরডি গ্রামের মানুষজন অভিযোগ করেন তাঁরা যোগ্য ভোটার হয়েও তাদের এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুনানিতে হয়রানি করার জন্য ডাকা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে এদিন তৃণমূল নেতৃত্ব বৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে তারা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রতিবাদ জানান। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মীনু বাউড়ি, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মাহাথা, জেলা পরিষদের সদস্য অভিজিৎ মুখার্জি, রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী, সহ সভাপতি তথা রঘুনাথপুর ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউড়ি, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি আইনুল আনসারি, ব্লকের মহিলা সভানেত্রী রুমা চক্রবর্তী, শেখ রফিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা।

স্বরূপনগরে বিএলওদের গণ ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: এসআইআর-এ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি হিয়ারিং ইস্যু দেখিয়ে নোটিস চলাকালীন ৫০ জন বিএলও গণ ইস্তফা দিলেন শুক্রবার। বিএলওদের প্রতি ইলেকশন কমিশনের আস্থাহীনতা, ইলেকশন কমিশনের নীতিগত অসম্পৃক্ততা, কাজের নামে বিএলওদের হয়রানির প্রতিবাদে এই গণইস্তফার বলেই দাবি বিএলওদের।

স্বরূপনগরের ৫০টি বুথের ৫০ জন বিএলও ইস্তফা দিতে এদিন হাজির হন স্বরূপনগর ব্লক অফিসে। তাঁরা তাঁদের ইস্তফার দাবিতে স্মারক গ্রহণ শেষে ৫০ জন বিএলও লিখিতভাবে ইস্তফাপত্র জমা দিলেন স্বরূপনগর ব্লক প্রশাসনের দপ্তরে। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বারংবার নিয়ম বদলাচ্ছে যা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদেরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়, বিএলও আপে ডকুমেন্ট দেওয়ার পরেও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি দেখিয়ে নোটিস ইস্যু করা হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের কাছে তাদেরকে প্রশ্নের সামনে পড়তে হচ্ছে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বিএলওদেরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। ফলে সীমান্তে ৫০ জন বিএলও বিডিওর কাছে গণ ইস্তফার দিতে বাধ্য হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকে।

স্বরূপনগরের ভিতির ধ্রুবজ্যোতি রায় গণ ইস্তফাপত্র জমা নিয়ে বলেন, 'তাঁদের কী নির্বাচন কমিশনের কাজের অসুবিধা আছে সেটা তারই বলতে পারেন। অভিযোগ জমা দিয়েছেন বিষয়টা আমি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনকে জানাবো।' ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের উপরে বিরক্ত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিএলওরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তারই ফলস্বরূপ আজকের এই লিখিত অভিযোগ তাঁরা একদিকে সাধারণ মানুষের এসআইআর ফর্ম নিয়ে মানসিক চাপ যন্ত্রণা অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তির মধ্যে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে বলে দাবি সাধারণ মানুষের।

১৩টি পরিবেশ বান্ধব সরকারি বাসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পরিবেশবান্ধব ১৩টি সিএনজি সরকারি বাসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাসগুলি চলবে দুর্গাপুর ডিপো থেকে। শুক্রবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসস্ট্যান্ডে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলাশাসক পন্নাভালাম এস, এডিডিএর চেয়ারম্যান কবি দত্ত, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। এসবিএসটিসি সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর, কলকাতা, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, কলকাতা, বর্ধমান, করুণাময়ী, বর্ধমান,কৃষ্ণনগর, আসানসোল,কৃষ্ণনগর, আরামবাগ,কলকাতা, আরামবাগ,তারাপীঠ, বাঁকুড়া, সিউড়ি ও দুর্গাপুর, ঝাড়গ্রাম রুটে এই বাসগুলি চলবে। নতুন পরিষেবায় দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলার যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে আশা প্রশাসনের।

উত্তরপ্রদেশে খুন সিঙ্গুরের পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সিঙ্গুর বিধানসভার গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পায়রাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা সইদুল্লাহ শেখ, উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে আরাইয়া জেলার শরাফা মার্কেটে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে জুয়েলারির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর ওই তার স্ত্রীর যথাক্রমে আগামী ১৭ জানুয়ারি ও ২০ জানুয়ারি এসআইআর হিয়ারিং-এ সশরীরে উপস্থিত হওয়ার নোটিস আসে। গত মঙ্গলবার তাঁর স্ত্রী ও ৩ বছরের ছেলে বিকাল ৩টা নাগাদ ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওই দিনই রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতীদের হাতে সইদুল্লাহ শেখ, উত্তরপ্রদেশে নৃশংসভাবে বাংলায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার জন্য এবং বাংলায় কথা বলার কারণে নিহত হয়। গত বুধবার আরাইয়া থানার তত্ত্বাবধানে তাঁর পোস্টমর্টেম করা হয় এবং বৃহস্পতিবার তাঁর মরদেহ গোপালনগরের বাড়িতে পৌঁছায়। উত্তরপ্রদেশের আরাইয়া থানায় এই বিষয়টি অনুসন্ধানের দায়িত্বে রয়েছেন ইন্সপেক্টর রাজকুমার সিং এবং তাঁর বাড়ির এলাকায় এই বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন এলাকার জনপ্রতিনিধি লিটন মল্লিক, উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

স্বপ্ন যখন কলম্বোর মাঠে

সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে শ্রীলঙ্কায় বাংলার মুক্তাদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের এক নিভৃত গ্রাম চেঁচড়া। সেই গ্রাম থেকেই এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলের আঙিনায় পা রাখল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মুক্তাদির আলম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বিশেষ উদ্যোগে গ্রামীণ বাংলার এই সুপ্ত প্রতিভা এখন উন্নত ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য পৌঁছে গিয়েছে শ্রীলঙ্কায়। তৃণমূল স্তর থেকে বিশ্বমঞ্চে উত্তরণের এই গল্প এখন গোটা জেলার মুখে মুখে।

সম্প্রতি বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে একটি মেগা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার প্রায় ৪৫০ জন উদীয়মান ফুটবলার সেখানে অংশ নেয়। লক্ষ্য ছিল একটাই প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিভাকে খুঁজে বের করা। খে লোয়াড়দের মান যাচাইয়ের জন্য মুম্বাই থেকে আনা হয়েছিল প্রথিতযশা কোচ। সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় ৯ জন প্রতিশ্রুতিশীল ফুটবলারকে বিদেশে পেশাদার প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়, যাদের মধ্যে প্রথম হিসেবে বিদেশে পাড়ি দিল মুক্তাদির। এবিষয়ে ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা মুম্বইয়ের কোচের মাধ্যমে ৯ জন সেরা প্রতিভাকে বেছে নিয়েছি। মুক্তাদির তাদের মধ্যে প্রথম যে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ নিতে শ্রীলঙ্কা গিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিদেশের মাটিতে এই পেশাদার প্রশিক্ষণ বাংলা ও ভারতের ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে।' মুক্তাদিরের বাবা মতিউর রহমান পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে জানান, 'ছেলের বয়স যখন মাত্র ৪-৫ বছর, তখন থেকেই সে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। ৪৫০ জনের মধ্যে থেকে আমার ছেলে নির্বাচিত হয়ে আজ বিদেশে গিয়েছে, একজন বাবা হিসেবে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু হতে পারে না।' শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আগে মুম্বাইতে ৭ দিনের বিশেষ প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নেয় মুক্তাদির। এরপর গত ১৩ জানুয়ারি সে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কলম্বো পৌঁছে সে কেবল মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি সরকারি অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের এই 'গ্রাসরুট টু গ্লোবাল' মডেল দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্রীড়া পরিচিতিকে বদলে দিচ্ছে। চেঁচড়া গ্রামের এক কিশোরের কলম্বোর ফুটবল মাঠে পা রাখা কেবল একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং এটি প্রমাণ করে যে সঠিক নেতৃত্ব আর সুযোগ পেলে প্রান্তিক অঞ্চলের স্বপ্নও ডানা মেলতে পারে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ০২.০১.২০২৬

প্রতি
মেসার্স মাতৃ বিল্ডার্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রী দিলীপ ঘোষ, ২০৭/এন, যাদব ঘোষ লেন, পো : সরশুনা, কলকাতা -৭০০০৬১। আরও ঠিকানা : ১২১/৩, তালপুকুর রোড, পো : সরশুনা, কলকাতা-৭০০০৬১।
মহাশয়,
বিষয় : মেসার্স মাতৃ বিল্ডার্স এর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের আলিপুর শাখায় লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি সম্পর্কিত।
অনুগ্রহ করে আমাদের **পত্র নং এএলপি/২০২৫-২৬/১৪৬ তারিখ** ০২.০১.২০২৬ উল্লেখে আপনার প্রেমিসেস থেকে দফাগুলি অপসারণ সম্পর্কিত, আমাদের ব্যাঙ্ক যার যার স্বত্ব দখল নিয়েছে। কিন্তু আপনাদের তরফে এপর্যন্ত কোনও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি।
সংশ্লিষ্ট কারণে আমরা পুনরায় অনুরোধ জানাই ব্যাঙ্কের নিকট যেসকল দ্রব্যাদি দায়বদ্ধ/বন্ধক নেই সেগুলি **০৭ দিনের** মধ্যে অপসারণ করতে।
ব্যাঙ্কের পক্ষে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির ক্ষতি/হারিয়ে গেয়ে ব্যাঙ্ক দায়ী হবে না। ব্যাঙ্কের পক্ষে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির জন্য ব্যাঙ্ক কোনও বীমা চুক্তি করেনি, কারণ এগুলি ব্যাঙ্কের নিকট জামিন/দায়বদ্ধ নয়।
আপনাদের সংশ্লিষ্ট অস্থাবর দ্রব্যাদি অনুমোদিত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আগাম অনুমতিক্রমে আপনাদের ব্যয় এবং খরচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারণ করতে পারেন।
দখলীকৃত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৫ কাঠা ১৫ ছটাক কমবেশি (জমি এবং গুদাম-১ কাঠা ১৫ ছটাক, মৌজা-দক্ষিণ বেহালা, দাগ নং ১৯৪। আরএস খতিয়ান নং ৮৫৯, জেএল নং ১৬, আরএস ৮১, এবং জমি এবং গুদাম ৪ কাঠা, মৌজা দক্ষিণ বেহালা, দাগ নং ১৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৫৯, ৯৪৬, ৯৪৭, জেএল নং ১৬, আরএস ৮১), প্রেমিসেস নং ২৪৮এ, যাদব ঘোষ রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অধীন (দলিল উল্লেখ্য ১-০৩১১৯ তারিখ ১১.০৭.১৯৯৪- ৪ কাঠা এবং উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১৭৩০ তারিখ ২৮.০২.২০০৩--১ কাঠা ১৫ ছটাক)। চৌহদ্দি : উত্তরে অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : যাদব ঘোষ রোড। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া কলোনি রোড।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউটাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ০৬.১১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শৌভিক বেজ পিতা ধনঞ্জয় বেজ এবং শ্রীমতী নীনা বেজ স্বামী শ্রী শৌভিক বেজ ফ্ল্যাট নং বি, ১ম তল, ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৬, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ৫৬৪ রবীন্দ্র সরণি, কুমারটলি বাগবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৩, আরও ঠিকানা - আরুষি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৪এ, ফোর্থ রোড এশিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রা. লি. সিএনএফ মোকিতা হেলথ কেয়ার, ৯১ বিলিয়িট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ সত্তর হাজার একশ পনের টাকা) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ সত্তর হাজার একশ পনের টাকা) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অধার্য সুদ, পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ফ্ল্যাট নং বি, একতলায়, উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯১৩ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন,২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা - ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমিস্থিত পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি চলার পথ সহ জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা - দিগলা, থানা দমদম, দাগ নং ৭০৪/১১২০ এবং ৭০৪,খতিয়ান ংন ৩৭, ৩৮, ৪০৫ এবং ৪০৬, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা -৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ১২০৪৩৫ থেকে ১২০৪৬৯, **দলিল নং ১৫০৬০১৭২৭-২০২২ সালের।**
সম্পত্তি শ্রী সৌভিক বেজ পিতা ধনঞ্জয় বেজ এবং **শ্রীমতি নীনা বেজ** স্বামী শ্রী সৌভিক বেজ এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : ২১ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : জি-৪ অ্যাপার্টমেন্ট। পশ্চিমে : কমলা পদ ভট্টাচার্যর ভবন।

তারিখ - ১৪.০১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - রাজারহাট — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রীমতি তারা দেবী হেলা** প্রয়াত রাজু হেলা এর আইনি উত্তরাধিকারী এবং মাতা। **শ্রীমতি আশা হেলা,** প্রয়াত রাজু হেলার আইনি উত্তরাধিকারী এবং পত্নী। **মাস্টার প্রিয়াংশু হেলা** প্রয়াত রাজু হেলার আইনি উত্তরাধিকারী এবং পুত্র (নাবালক হওয়ায় অভিভাবক শ্রীমতি আশা হেলা) **উভয়ের ঠিকানা :** পি-২৭ এম, সিপিটি পুরানো কোয়ার্টার, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, শ্মশান ঘাটের নিকট, কলকাতা -৭০০০০৬। **এ/সি নং ৩৮৩৪৬৫৮৭৬৯৫ (এইচবিএল) এ/সি নং ৪১৪৯৫৫২৯৯৯৮ (হোম টপ আপ)**	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪/২, চারতলায়, মোজাইক মেঝে লিফট ব্যতীত ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট, ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবন পরিচিত দিশা অ্যাপার্টমেন্ট নামে, অবস্থিত মৌজা - জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, পরগনা কালিকাতা, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিসে খতিয়ান নং ১১২, আরএস খতিয়ান নং ১২৮, সিএস দাগ নং ১২৮৬, আরএস দাগ নং ১৩২৪, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগক পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/২০০১, জ্যাঙ্গরা হাতিয়ারা রোড, থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৫২৩০৩৬৪২, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০১৫২ থেকে ১৪০১৮৬,- ২০১৯ সালের, এডিএসআরও বিধাননগর সল্ট লেক সিটি বর্তমানে রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তি রাজু হেলা পিতা হেরীলাল হেলা এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিমাই চন্দ্র ঘোষ। দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ১৩২৪ (অংশ)। পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাতিয়ারা রোড। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৩২৪(অংশ)।	১৪.০১.২০২৬	২৯.০৫.২০২৫	**১০,৮৭,৩১১.০৩ টাকা** (দশ লাখ সাতাশি হাজার তিনশ এগার টাকা এবং তিন পয়সা) **১৪.০১.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা ১৫.০১.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী মুরসিদ আহমেদ সরদার ২. শ্রীমতি মেহেরুন্নেসা সরদার।	ক) ২৩.১০.২০২৪ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০০৪৭৭৬৮৩২ এর অধীনে **২২,৯৮,৯৮০.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শ আশি টাকা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ২৩.১০.২০২৪ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০০৪৭৭৬৮৪৫ এর অধীনে **২৭,২৯০.০০ টাকা** (সাতাশ হাজার দুইশ নব্বই টাকা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) বকেয়া খ) ২৩.১০.২০২৪ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৫ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ১৯০৯, খতিয়ান নং ৮৫৪২, মৌজা- দেবকুন্ডা, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ১৭, থানা বেলডাঙ্গা, এসডিএসআরও - বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪২১৩৩, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী মনজারুল শেখ, ২) শ্রীমতি ফারসিনা মল্লিক এবং ৩) শ্রী জাহিরুদ্দিন মল্লিক	ক) ১২.০৬.২০২৫ তারিখের ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০০৯১৫৬৫৯২ এর অধীনে **১৯,৬৯,০২৯.৩৫ টাকা** (উনিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার উনত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখের পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ১২.০৬.২০২৫ তারিখের ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০০৯১৫৬৬০২ এর অধীনে **৩১,৫৭১.৫০ টাকা** (একত্রিশ হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখের পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৫.০৬.২০২৫ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৩ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং আরএস ৬২২, এলআর ৩৭৮৯, খতিয়ান নং এলআর ৬০২, মৌজা -বীরপুর, জেএল নং ৮৭, থানা - নাকাশিপাড়া, এসডিএসআরও- বেথুয়াডহরী, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১২৬, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক। দক্ষিণে : সাদ্দিন শেখ এর খালি জমি। পূর্বে : মহীদুল শেখ এর খালি জমি। পশ্চিমে : একাবাথ শেখের ভবন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী বিকাশ সরকার এবং ২) শ্রী রাম চন্দ্র সরকার।	ক) ২১.০৬.২০২৫ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯২১০৩০০২৪৮০০১১৫ এর অধীনে **২১,৩৬,৮৯৮.১০ টাকা** (এই পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ২১.০৬.২০২৫ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯২১০৩০০২৪৮০০১২৮ এর অধীনে **২৭,৮৫৬.৮৩ টাকা** (এই পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৬.০৬.২০২৫ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন দোকান পরিমাপ এরিয়া ৬.৬৫ ডেসিমেল কমবেশি জমির শ্রেণি -ভিটা, প্লট নং ৮০৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৯, জেএল নং ১০০, গ্রাম এবং মৌজা - গাছা, থানা নাকাশিপাড়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৫৪, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী দেবাশিস মন্ডল, ২) শ্রী দিলীপ মন্ডল	ক) ১৮.১১.২০২৪ তারিখের ঋণ হিসাব নং ৯১৯০৩০০৬৭৭৪২৩৭৪ এর অধীনে **২৫,৫২,৫১৩.২৯ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশ তেরো টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখের পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ১৬.১১.২০২৪ তারিখের ঋণ হিসাব নং ৯১৯০৩০০৬৭৭৪২৪১৩ এর অধীনে **৩৪,৯২২.৮৭ টাকা** (চৌত্রিশ হাজার নশো বাইশ টাকা এবং সাতাশি পয়সা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১৮.১১.২০২৪ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ এরিয়া ১৫ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ১৪৭৬, খতিয়ান নং ৩৩৩৩, জেএল নং ২০, মৌজা - পাঁচদারা অভয়নগর, এডিএসআর- পলাশীপাড়া, থানা তেহট্ট, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) মেসার্স খেজুরিয়া ব্রাদার্স, ২) শ্রী আবু সেলিম, ৩) শ্রী আবু তাহের এবং ৪) শ্রী আবু সুলতান	**৩৫,৭২,০৯৭.০০ টাকা** লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০০৭৩১৬৪৩৭, ১৮.০৮.২০২৫ তারিখের হিসাবে (এই পরিমাণ ০৫.০৩.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৭.০৮.২০২৫ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - জগন্নাথপুর, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং ৪৯৬৪, ৪৯৬৫, ৪৯৬৬, প্লট নং আরএস নং ১৫৬, এলআর ২২৭ এবং আরএস নং ১৫৬/১১৩৫, এলআর ২২৮, এডিএসআর-কালিয়াচক, থানা বৈষ্ণবনগর, লক্ষ্মীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা মালদা, সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ তদস্থিত।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী রতন সরকার, ২) শ্রীমতি মিতা সরকার এবং ৩) শ্রী নিবারণ সরকার।	ক) ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০৩১০৯৭৩৮৬ এর অধীনে ১৯.১১.২০২৪ তারিখে **২৫,৪৪,৩৫৭.৯০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা এবং নব্বই পয়সা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ঋণ হিসাব নং ৯২৩০৩০০৩১০৯৭৩৯৯ এর অধীনে ১৯.১১.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য **২৮,৫৩৭.০০ টাকা** (আঠাশ হাজার পাঁচশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) (এই পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১৯.১১.২০২৪ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৮ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ৪১৯৩, খতিয়ান নং ৬৬১৯ (পুরানো) এবং ১১৯৫৮ (নতুন), জেএল নং ২৬, মৌজা বার্ণিয়া, তৌজি -০২, এসডিএসআরও-পলাশীপাড়া, থানা তেহট্ট, পো কৃষ্ণনগর, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১১৬০, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রী সুজিত ঘোষ এবং ২) শ্রী সুদাম ঘোষ	ক) ৩১.০৫.২০২৫ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯১৭০৩০০২৮০০৪০৩৯ এর অধীনে **৫৮,২৮৪.০০ টাকা** (এই পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩১.০৫.২০২৫ তারিখে ঋণ হিসাব নং ৯১৭০৩০০২৮০০৪০৬৮ এর অধীনে **২৫,৭২,৮০১.৩০ টাকা** (এই পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ তারিখে প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২০.০৬.২০২৫ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাপ এরিয়া ০.০৪ একর কমবেশি শ্রেণি -বাস্তু, এলআর -আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৪৫৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৭৪, ৪৫৫, এলআর খতিয়ান নং ২৬২৪, জেএল নং ৬০, মৌজা -কেচুয়াডাঙ্গা, থানা করিমপুর, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১৩০৩,তদস্থিত দোতলা ভবন এবং নির্মাণ ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। চৌহদ্দি : উত্তরে কৃষ্ণ মিস্ত্রি এর ভবন। দক্ষিণে : যুগল কিশোর ঘোষ এর ভবন। পূর্বে : রাস্তা। পশ্চিমে : গোপাল মিস্ত্রি এর জমি।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) মেসার্স মঞ্জু ফ্যাশন, ২) শ্রী রফিকুল আলম (স্বত্বা), ৩) শ্রী সাহিদা বিবি এবং ৪) বাহারুল ইসলাম	ক) ঋণ হিসাব নং ৯২০০৩০০৪১৩৭০৫৮৬ এর অধীনে ২০.১২.২০২২ তারিখে **১০,৭৫,২০৮.২০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশ আট টাকা এবং কুড়ি পয়সা) (এই পরিমাণ ৩০.০৯.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ২০.১২.২০২২ গ) ১৫.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - পাল পাড়া, জেএল নং ৩৫, তৌজি নং ১২, দাগ নং ২৬, খতিয়ান নং ২৬৭৯, ২৬৮১, ২৬৮০, চাকদহ পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ৫৭০, থানা -চাকদহ, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ভারতে ঢোকা পাকিস্তানের মাছ ধরার নৌকো আটক, ধৃত ৯

পোরবন্দর, ১৬ জানুয়ারি: গুজরাত উপকূলের কাছে আটক পাকিস্তানি নৌকো। আরব সাগরে ভারতের জলসীমায় ঢুকে পড়তেই পাকিস্তানের মাছ ধরার নৌকোকে ধরে ফেলল উপকূলরক্ষী বাহিনী। ওই নৌকোয় থাকা ন'জন পাক মৎস্যজীবীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, তাঁরা প্রত্যেকেই পাকিস্তানি মৎস্যজীবী। তবে নৌকার আটক হওয়া যাত্রীদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাতে উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে জানানো হয়, বুধবার টহল দেওয়ার 'অল-মদিনা' নামের একটি মাছ ধরার নৌকো চোখে পড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের। নজরদারি চালানোর সময় উপকূলরক্ষী বাহিনী সেটিকে আটক করেছে। নৌকোটির পিছু ধাওয়া করলে সেটি পাকিস্তানের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাহিনী নৌকোটিকে চিহ্নিত করে থামতে বলার পরেও সেটি পাকিস্তানের দিকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নৌকোটিকে আটকান। ওই নৌকো এবং নয় মৎস্যজীবীকে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাতের পোরবন্দরে।

পোরবন্দরে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই নয় মৎস্যজীবীকে। ওই মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার জন্যই ভারতের জলসীমায় ঢুকেছিলেন, না কি তাঁদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে আরব সাগর দিয়েই ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলা চালিয়েছিল পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার আত্মঘাতী বাহিনী। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েক বার গুজরাত উপকূলে মাদকবোঝাই পাক জলযান ধরা পড়েছে উপকূলরক্ষীদের হাতে। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন লঙ্ঘন করে মাছ ধরা পাক ট্রলারগুলিও প্রায়শই ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ে।

১১ বছরের মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: নিজের ১১ বছরের মেয়েকে দিনের পর দিন ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বাবার। গত ৯ জানুয়ারি দিল্লির আদালত এই রায় দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ককেই নষ্ট করে দিয়েছে দোষী!

ধর্ষণ এবং পকসো ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল বছর সাইত্রিশের ওই যুবকের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় দিল্লির নিম্ন আদালতের বিচারক অমিত শেহরাওয়াত অভিযুক্ত বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দিয়েছেন। সরকারি আইনজীবী আদালতে জানান, বাবা হিসাবে ওই যুবক যে কাজ করেছে, তা গোটা সমাজকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি আইনজীবীর এই কথায় সহমত পোষণ করেছে আদালত। নিম্ন আদালতের বিচারক বলেন, সরকারি আইনজীবী বলেছেন, মানবসভ্যতার সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ককে নষ্ট করেছে ওই যুবক। তার এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে আদালত। দোষী তার নিজের মেয়েকে বারবার, দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। এর মতো ঘৃণ্য অপরাধ আর হতে পারে না। দোষী আমৃত্যু কারাগারে বন্দি থাকবে।

আদালত জানিয়েছে, নির্যাতিতা কিশোরী এখনও আতঙ্কে রয়েছে। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত সে। তাকে সাড়ে ১০ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

একদিনের রাজস্থান সফরে রাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ১৬ জানুয়ারি: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার একদিনের সফরে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে। রাষ্ট্রপতির এই সফরকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এদিন বিকেলের পর থেকে শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি সূচি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে সড়কপথে রওনা দিয়ে দুপুর ২টো ১০ মিনিটে সিভিল লাইনসের লোক ভবনে যান তিনি। সেখানে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি ছিল। এরপর বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে লোক ভবন থেকে রওনা দিয়ে ৪টে ২০ মিনিটে সিকর রোডের হরমাড়া স্থিত নীলদড় হাউজিং স্কিমে পৌঁছাবেন রাষ্ট্রপতি।

হরমাড়ায় রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত '১০০৮ কুণ্ডীয় হনুমান মহাযজ্ঞে' অংশগ্রহণ করবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। উল্লেখ্য, তুলসী পীঠাধীশ্বর জগদ্গুরু রামভদ্রাচার্যের সান্নিধ্যে গত ৮ জানুয়ারি থেকে শ্রীরাম কথা ও এই মহাযজ্ঞ চলে আসছিল। এদিন রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতেই এই অনুষ্ঠানের সমাপন হবে। রাষ্ট্রপতির কনভয় যাতায়াতের সময় সংশ্লিষ্ট পথে সাধারণ যান চলাচল সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

ময়দান

৩৩ বছরে ডিকেএস আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ১৬ দেশের লড়াই

শম্ভুনাথ ভৌমিক

কলকাতার ক্রীড়া মানচিত্রে এক উজ্জ্বল নাম দক্ষিণ কলকাতা সংসদ বা ডিকেএস। দীর্ঘ দিন পর ক্লাবের পরিচালনাতেই আগামী সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে ৩৩তম 'আইটিএফ জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। প্রায় ছয় বছর পর পুনরায় ডিকেএস প্রাঙ্গণেই এই টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হতে চলেছে। শনিবার এই টুর্নামেন্ট উপলক্ষে ডিকেএস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার, সুজয় ঘোষ, আলোক শর্মা সহ টেনিস জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এবারের টুর্নামেন্টে ভারত ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন সহ বিশ্বের মোট ১৬টি দেশের উদীয়মান টেনিস প্রতিভারা অংশ নিচ্ছেন। আগামী সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২৪শে জানুয়ারি, শনিবার। টুর্নামেন্টের অন্যতম বিশেষত্ব হলো, দীর্ঘ ব্যবধানের পর ডিকেএস-এর চেনা কোর্টে ফিরছে এই আন্তর্জাতিক আসর। ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস কুমার আশাপ্রকাশ করেন যে, প্রতি বছরের মতো এবারও টুর্নামেন্টের মান এবং লড়াইয়ের তীব্রতা দর্শকদের মুগ্ধ করবে। ১৬টি দেশের এই লড়াইকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলকাতার ক্রীড়া মহলে এখন সাজ সাজ রব।

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through ofline Bid System under following.
1) NIT NO:-15/BAN GP/15thCFC/2025-26, DATE: 16.01.2026
The last date for submission of all tender is **28.01.2026 up to 04:00 PM.**
For details please visit office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through ofline Bid System under following.
1) NIT NO:-16/BAN GP/APAS/2025-26, DATE: 16.01.2026.
The last date for submission of all tender is **28.01.2026 up to 04:00 PM.**
For details please visit office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/35/2025-26, Dated- 15.01.2026, Fund: 15th FC.** Bid Submission Start Date : **16.01.2026 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission : **24.01.2026 up to 01.00 PM.** Date of Opening : **27.01.2026 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-67/25-26 Dated 15.01.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_989234_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_989275_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 358(2nd Call)/25-26 alongwith NIeT- 491 to 496/ 2025-2026, Dated- 15-01-2026 and 16-01-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Mursidabad, Alipurduar, North 24 Parganas and Malda District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **16-01-2026 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **02-02-2026 upto 3.00 pm.**
Date: 16.01.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/এইচআর, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ৫ বছরের জন্য সিএএমসি সহ মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার রেকগুলির অগ্নি নিরূপন ব্যবস্থার সংস্থান করার কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩৯,৭৫,৬১,৮৪০.৪২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২১,৩৭,৮০০ টাকা। **প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর কার্যালয়, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ** https://www.ireps.gov.in
টেন্ডার নং ঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৭১
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/36/2025-26, Dated- 15.01.2026 (Sl- 1 & 2), (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/37/2025-26, Dated- 15.01.2026 (Sl- 1 to 3), Fund: SBM.** Bid Submission Start Date : **16.01.2026 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission : **24.01.2026 up to 01.00 PM.** Date of Opening : **27.01.2026 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1913/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing and upgradation of damaged drain from bulaidar house to ashirbad flat at mitra para 2nd lane In Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S,Poling Station-157, Proposal SL No-1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,248.00
WBMAD/ULB/RSM/1914/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing and Upgradation of concrete road from sanyal para link to arunima bhagat house, in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,40,541.00
WBMAD/ULB/RSM/1915/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing and Upgradation of road from tulshi charan ghosh street link to basudeb paul house house and bidhan debnath house to tulshi charan road link, in Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,63,043.00
WBMAD/ULB/RSM/1916/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing & Upgradation of road from Bishu Patra house to Tulshi Charan Ghosh street Link In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 6, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,01,930.00
WBMAD/ULB/RSM/1917/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing and Upgradation of road from Tapan Ghosh house to Tulshi Charan Ghosh street Link In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 7, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,08,000.00
WBMAD/ULB/RSM/1918/25-26/2nd Call Dated 15.01.2026	Repairing and Upgradation of Concrete Road and 2 Nos of Culvert from H/O Kanu Majumder towards H/O amar Das & Arindam towards H/O ashoke Majumder In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 175, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,68,552.00

Bid Submission end date: **31.01.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 39/25-26/NCAPFFC/TDated 16.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **02.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 38/25-26/FCXV/T Dated 16.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **02.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 37/25-26/MPLADS/T Dated 16.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **02.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2026/25-26 Dated 15.01.2026	Road Restoration work at A) Macher Bazar Katpole to Maa Kali Builders B) Alaka Mistanna Bhandar to Macher Bazar Kathpole in Ward no...01 & 02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 6,09,193.00
WBMAD/ULB/RSM/2027/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at H/o. Arun Baidya to Sonarpur Main road via S.D.Play ground in Ward no...07 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 9,31,964.00
WBMAD/ULB/RSM/2028/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at A) Mach Bazar Katpole to Loknath Mandir via Amantran Club B)Saha Pachil to shop of Nanna C) Policepara auto stand to Cake Factory in Ward no...02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 9,08,071.00
WBMAD/ULB/RSM/2029/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at Majer para Kusumba & Kandakpur connected to Jora Bottala road in Ward no...07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 9,06,597.00

Bid Submission end date: **05.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in *Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality*

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2030/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at A) Garia station rail bridge to purba boalia syamapally B) Tentul beria eye hospital to Natunpara(Gazipara) C) Tentulberia Anukul chandra road 3rd lane to Arabindapally D) Earth filling at purba boalia,natunpara,kaorapukur,friends club bye lane in Ward no...06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 10,33,530.00
WBMAD/ULB/RSM/2031/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at border of ward no 07 & 28 to M.L.Roy Go-down in Ward no…07 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 11,54,452.00
WBMAD/ULB/RSM/2032/25-26 Dated 15.01.2026	Road Restoration work at A) Balia Main Road to E.M.Bypass & Model Town 4 Sight Complex B) Balia Balak Sangha to Border of ward no 28 C)Nafar Chandra Naskar road to Shambhu Mondal house D)Maity doctor by lane in Ward no...01 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 13,99,044.00
WBMAD/ULB/RSM/2033/25-26 Dated 15.01.2026	Road restoration work at A) Saradapally road B)Sachindrapally road C)Boys club road in Ward no...04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 14,52,337.00
WBMAD/ULB/RSM/2034/25-26 Dated 15.01.2026	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD WITH SURFACE DRAIN AT NATUNDIYARA CHOANIR CHORE IN WARD NO-03 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 26,21,024.00
WBMAD/ULB/RSM/2035/25-26 Dated 15.01.2026	Reparing of Road at Noapara Road & Panchanantala Road in Ward No. - 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 21,66,018.00

Bid Submission end date: **05.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in *Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality*

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Drain at Bhairabpur Pua Bagan, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/309(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008197_1 • Estimated Amount : 3,60,023.00/-
2) Name of the Work: Supply and Fixing of LED Light fittings at Bhairabpur Pua Bagan and Narayanpur Akure Para, Beldanga under Ward No.- 43, of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/309(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008197_2 • Estimated Amount : 2,18,750.00/-
3) Name of the Work: Repairing of Drain near Bhairabpur Club, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/309(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008197_3 • Estimated Amount : 2,74,945.00/-
Last Date : 26th January 2026, up to 05:00 pm
4) Name of the Work: Construction of Concrete Road, 1 No. Culvert at Anandapur Ruidaspara, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008166_1 • Estimated Amount : 3,99,732.00/-
5) Name of the Work: Construction of Drain from Santosh Shaws House to Pranab Sutradhar and from Uday Mukherjees House to Tushar Chatterjees House at Ruidaspara, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008166_2 • Estimated Amount : 4,19,340.00/-
6) Name of the Work: Laying of PVC underground Pipe Line for 5 Nos. Street Tap at Ranisayer, Anandapur Canelpara & Ruidaspara, AC-277, Booth No.- 305, Wrd No.- 43, Borough- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008166_3 • Estimated Amount : 96,007.00/-
Last Date : 26th January 2026, up to 05:00 pm
7) Name of the Work: Laying of HDPE Pipe Line from Ujjal Sangha Club to Debashish Roy House & Majh Bagdi Para, AC- 277, Booth No.- 303, Ward- 43, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/527(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008253_1 • Estimated Amount : 3,80,293.00/-
8) Name of the Work: Supply & Fixing of LED Light Fittings at Anandapur Namo Bagdi Para, Tanti Para, Bauri Para under Ward No.- 43 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/527(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008253_2 • Estimated Amount : 1,34,466.00/-
9) Name of the Work: Construction of new Drain from Bama Bagdi's House to Bikash Pati's House and Badal Pal's House to Manik Mukherjee's House, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/527(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008253_3 • Estimated Amount : 1,56,948.00/-
10) Name of the Work: Repairing of Drain from Nadiha Shiv Mandir to Sadhan Bagdi's House, Tanti Para & Bauri Para, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/527(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008253_4 • Estimated Amount : 1,96,092.00/-
Last Date : 26th January 2026, up to 05:00 pm
11) Name of the Work: Repairing of ICDS School at Birbhanpur Football Math under Booth- 259, Ward- 41 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/509(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008273_1 • Estimated Amount : 3,02,965.00/-
12) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED Light Fittings, O/H, UG Armoured Cable at Bagdi Para near Ujjwal Bagdi House, Nibedita Pally under Ward No.- 41 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/509(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008273_2 • Estimated Amount : 1,75,553.00/-
13) Name of the Work: Repairing of Concrete Road near Pal Para Agrani Club under Booth- 259, Ward- 41, of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/509(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008273_3 • Estimated Amount : 1,51,925.00/-
14) Name of the Work: Repairing of Guard Wall of Drain near Pal Para and Bagdi Para under Ward No.- 41, Booth No.- 259, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/509(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008273_4 • Estimated Amount : 1,66,052.00/-
15) Name of the Work: Repairing of Drain at R, S Block Sagarbhanga, under Ward No.- 29, Booth No.- 273, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/293(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008154_1 • Estimated Amount : 9,98,627.00/-
Last Date : 26th January 2026, up to 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2656/RM, Date - 16.01.2026. Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/2025-26/SL1 to SL78. Tender ID : 2026_MAD_989657_1 to 78. **Name of the work:** Different type of Work in different wards Ranaghat Municipality (78 nos.) under APAS Scheme List (Phase-III, Lot-I) Last Date Submission of Bid:27.01.2026. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 72/PW/ Eng/25 Dt. 13-08-25
Bid Submission period: 29.01.26 instead of 15.01.26
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender **(E/Tender) DPUK/106/2026 Dated: 16.01.2026 under 15th FC fund** (for efficient bidders) for details visit Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 64, 76 & 78/ PW/Eng/APAS/25
Dt. 20-09-25, 18-10-25 & 04-11-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
NOTICE INVITING e- TENDER NO: WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance/ NIT– 56/2025-2026 Memo No.- 4052/ PWD/BM/2025-2026, Dated-13.01.2026 Number of Work:-14 (Fourteen) Sl. No. 1-14. Different types of Civil and Plumbing works at different words in Bolpur Municipality. Last Date of Submission 27.01.2026 at 9:00 A.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১২টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.ঃ ১। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৪৬। কাজের বিবরণঃ** পাঁশকুড়া-হলদিয়া সেকশনে বরদা ও বাসুলিয়া সুতাহাটা স্টেশনের মধ্যে দরো-কৃষ্ণনগর নামের নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন নির্মাণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,০৭,৯৫২.৭৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ৬৮,২০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ২। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি- কেজিপি-২৫-২৬-৪৭। কাজের বিবরণঃ** তমলুক-দীঘা সেকশনে লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক ও দেশপ্রাণ স্টেশনের মধ্যে কালিকাখালি নামের নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন নির্মাণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,২১,৪৭৩.৬৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ৩৮,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ৩। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি- কেজিপি-২৫-২৬-৪৮। কাজের বিবরণঃ** এসএসইই (এসি)/খড়গপুর-এর অধীনে বিভিন্ন নির্মাতা ও ক্ষমতার ওয়াটার কুলারগুলির দুই বছরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৯৪,৯১২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ১৭,৯০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০২.২০২৬ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য) এবং ০৫.০২.২০২৬ (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য) এবং স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ মাস (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ০৪.০২.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য) এবং ০৫.০২.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1069)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Narayanpur -II Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 05/NARA- II/15th FC (TIED FUND)/2024-25, 06/NARA- II/15th FC (UNTIED FUND)/2025-26,** Last date of submission **27.01.26 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি–১২৫–ডব্লুসি–ওটি–২৭–২৫, তারিখঃ ১৪.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি–১২৫–ডব্লুসি–ওটি–২৭–২৫–এর পরিপ্রেক্ষিতে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে কাটোয়া–আজিমগঞ্জ শাখায় লালবাগ কোর্ট রোড–ডাহাপাড়া ধাম–এর মধ্যে কিমি ১৭৩/২৪–২৬–তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৭/বি–র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ওএইচই–র স্লুইংয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ৫০ হার্ৎজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওএইচই সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯,১৬,৭৭৪ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ১৮,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-542/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY
Tender reference: WBMAD/NIeT/275/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007124_1. Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. 96 dated- 08.01.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **21.01.2026** instead of **16.01.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Tender reference: WBMAD/NIeT/274/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007118_1. Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. 95 dated- 08.01.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **21.01.2026** instead of **16.01.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Tender reference: WBMAD/NIeT/272/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007090_1. Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. 93 dated- 08.01.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **21.01.2026** instead of **16.01.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Tender reference: WBMAD/NIeT/273/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007107_1, 2026_MAD_5007107_2. Which were floated from this office circulated **memo no.-B.M. 94 dated- 08.01.2026.** Last date and Time submission of Original Instruments **21.01.2026** instead of **16.01.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

চুনিবালা দেবী

প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় অভিনেত্রী

অরিন্দম ঘোষ

বাংলা চলচ্চিত্রের অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে যে বিশেষ তালিকা সেখানে ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা নেই। আর এই সিনেমার বিশেষ এক নারী চরিত্র হলেন ‘চুনিবালা দেবী’ আমাদের অতি পরিচিত ‘ইন্দিরা ঠাকরুন’ যিনি পরবর্তীতে হয়েছিলেন এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না প্রথম ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী। যাইহোক পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আসছি।

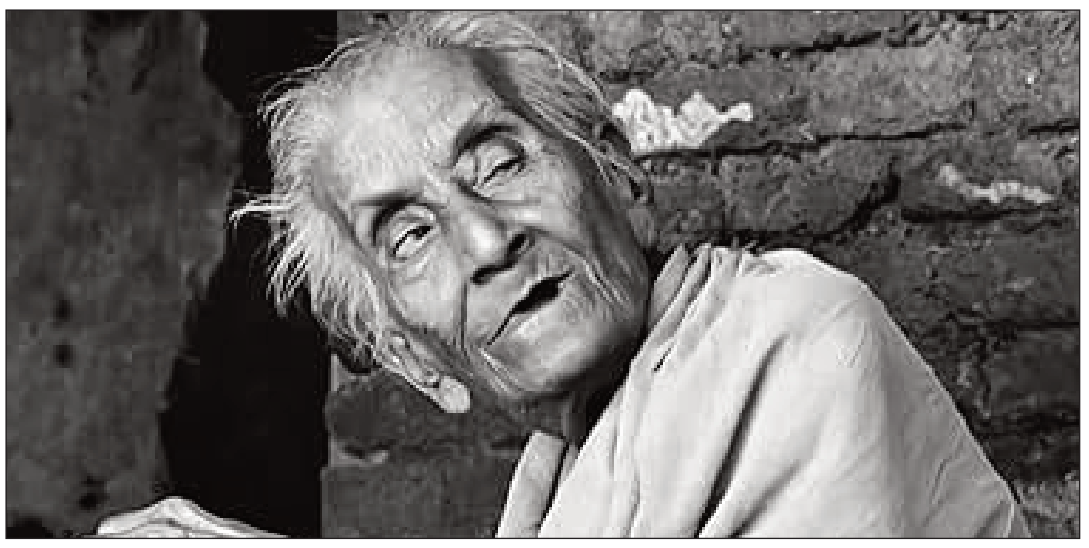

১৮৭২ সালে এই মহীয়সী নারীর জন্ম বাংলার এক হতদরিদ্র পরিবারে। কলকাতার পাইকপাড়ার এক বস্তিতে থাকতেন, তবে অল্পস্বল্প পড়াশোনা করেছিলেন। খালি গলায় গানও করতেন। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ছবিতে ইন্দির ঠাকুরন চরিত্রে অভিনয় করেন। তখন এঁর বয়স ৮০ বছর ছিল। পথের পাঁচলীতে অভিনয় করার অনেক আগেই দুটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। ছবি দুটি হল-বিগ্রহ (১৯৩০) এবং রিক্তা (১৯৩৯) এছাড়াও, তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ‘নটীর পূজা’ নাটকে মঞ্চে অভিনয় করেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী হিসাবে আন্তর্জাতিক ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তিনি সেরা পুরস্কার পান। মহান চলচ্চিত্র পরিচালক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন- ‘এমন অনেক অভিনেতা আছেন যাদের সঙ্গে একবার বৈ দু’বার কাজ করার সুযোগ আসেনি।এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আফসোস হয়েছিল চুনিবালা দেবীর ক্ষেত্রে। পথের পাঁচালির কাজ যখন চলছে, তখনই একদিন বিভূতিভূষণের একটি ছোটগল্পের সাথে অকস্মাৎ পরিচয় হয়। গল্পের নাম ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’। পরেরদিনই চুনিবালা দেবীকে জানালাম যে,ইন্দির ঠাকরুণের পরে তাঁকে আরেকটি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। দ্রবময়ীর কাহিনী শুনে চুনিবালা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় সুযোগটি আর কোনদিন আসেনি। পথের পাঁচালি মুক্তি পাবার অল্প কয়েক দিন আগেই চুনিবালা কোমর ভেঙে শয্যা নেন।আর সেই যে শরীর ভাঙল - তারপর থেকে তাঁর পরলোকগমন পর্যন্ত আর কর্মক্ষমতা ফিরে আসেনি। দ্রবময়ীর কাহিনী বইয়ের পাতাতেই রয়ে গেল। চুনিবালার অভাব পূরণ করার মত অভিনেত্রী এদেশে আর আছে কি? মনে হয় না।’

— সত্যজিৎ রায়, দেশ, ১৯৭০

‘পথের পাঁচালি’ ছবিটির মুক্তি পাওয়ার অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ ছবি শেষ করতে প্রায় বছর তিনেক সময় লেগেছিল। তবে ‘সত্যজিৎ রায়’, তিনি এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব আর সেই জন্যই হয়তো ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন যে যেদিন এই ছবি রিলিজ হবে সেদিন হয়তো এই নারী জীবনের প্রান্তজানলা অতিক্রম করে চলে যাবেন অনেক দূরে ‘হরি দিনতো গেলো, সন্ধ্যা হলো...’ সঙ্গীতের আবহে ভাসমান হয়ে!...সেইকারণে সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজ উদ্যোগে ছবিটি তিনি নিজের বাড়িতে প্রজেক্টারের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন এই মহাননায়িকার চোখের সামনে। তারপর বাকিটা ইতিহাস !

প্রসঙ্গত যে মহান সৃষ্টিশীল অনন্য যে চলচ্চিত্র রূপকার, বাংলা সাহিত্য , সংস্কৃতি, শিল্পকলা আর আমাদের সবার প্রাণের মানুষ

সত্যজিৎ রায় আর তাঁর কথা প্রসঙ্গ আসবেনা, সেটা অসম্ভব। তাঁর কারুকৃতী থেকে রচনা, তাঁর সিনেমা আজও বাঙালির কাছে অভাবনীয় সম্পদসম। এই বাংলার মাটি আর বিশেষত গ্রাম্য আটপৌরে সমাজজীবন তিনি মন প্রান দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো প্রথম পথ চলার শুরুটা হয়েছিল আর এক স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ দিয়ে। তার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী (১৯৫৫) ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া তশ্রেষ্ঠ মানুষে-আবর্তিত প্রামাণ্যচিত্রদ (Best Human Documentþary) পুরস্কার। বাংলার জীবন যেমন তিনি অনুভব করতে জানতেন, তেমনই বুঝতেন বাংলার মানুষকে। বুঝতেন বাংলার মায়েদের। তার সিনেমার নারীচরিত্ররা তাই বারবার আলোচিত হয় আজও। ঠিক তেমনই এক অনন্য চরিত্র হলেন ‘ইন্দিরা ঠাকরুন’। ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমায় খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁর উপস্থিতি থাকলেও, এই চরিত্র এক ‘জীবন ইতিহাস’ তৈরী করে বাঙালির মনে-মননে এক অসাধারণ ছাপ রেখে যায়। আর এই চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করা আসল প্রতিভা চুনিবালা দেবী। তিনিই ছিলেন প্রথম অসাধারণ ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পান ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ১৯৫৮ সালে নিউ ইয়র্কে সিনেমাটি দেখানো হয়। বহু গুণমুগ্ধ মানুষ বারবার ‘ইন্দিরা ঠাকরুনে’র প্রশংসা করেন সেখানে। কিন্তু চরম দুঃখের ব্যাপার হল, ততদিনে কোমর ভেঙে আর ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আর বয়সের ভারে বৃদ্ধা অভিনেত্রী চলে গিয়েছেন পরলোকপারে ১৯৫৫ সালে।

সারা জীবন অতি সাধারণ জীবনযাপন আর হতদারিদ্রের সাথে লড়াই করে আর রেড লাইট অঞ্চলের পরিবেশের মধ্যে থেকে উঠে আর অন্তরে অভিনয় তথা সংস্কৃতিজগতে নিজেকে মেলে ধরার অদম্য ইচ্ছা, তাঁর প্রকৃত পুরস্কার ও সার্থকতা লাভ করলেন জীবিত অবস্থায় নয় বরং তমশাবৃত আর পরলোকগত হয়ে।

দূর্বা ব্যানার্জি

মহাশূন্যে বাংলার প্রথম মহিলা পাইলট

ডাঃ শামসুল হক

ছাত্রী হিসেবে অসামান্য মেধার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনের মধ্যে জাগ্ ত হত সেইসব অনুভূতিই , বড় হয়ে তিনি নিজেকে সকলের সামনে কিভাবে হাজির করবেন। বলাই বাহুল্য, তখন সেইসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনাও করতেন তিনি। আর সেইসব ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ ও তখন চলে যেত আকাশের দিকে। তখন উদাস দৃষ্টিতেই তিনি তাকিয়ে থাকতেন এবং পরখ করতেন মহাশূন্যের সৌন্দর্য ও। দেখতেন নীল আকাশের বুকে ভাসমান হরেক ধরণের পাখির আনাগোনা। সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখতে পেতেন মহাশূন্যে ভাসমান ছোট বড় অনেক আকাশ যানকেও।

মহা শূণ্যের বুকে ভাসমান উড়োজাহাজ দেখতে দেখতেই তাঁর মনের কোণেও তখন ভীড় জমাত অজস্র প্রশ্নমালাও। তিনি মনে মনে তার উত্তর খুঁজতেন আর একবার তাকাতেন উড়ন্ত সেই উড়োজাহাজকে, আবার পরক্ষণেই তাকাতেন আকাশে বুক চিরে দোল খাওয়া পাখিদের ই দিকে। তখন সবকিছুই দেখতেন তিনি আর ভাবতেন, পাখিদের নিজস্ব প্রাণ আছে তাই তারা নিজেরাই ডানা মেলে ভাসতে পারে আকাশের মাঝখানে। কিন্তু ওই উড়োজাহাজ?

ভাবতে ভাবতেই নানান প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারত তাঁর মনের অন্দরে। সেই বয়সেই তিনি ভেবে নিতেন যে, ওই আকাশ যানের নিজস্ব প্রাণ না থাকলেও তার মধ্যে প্রাণের ই সঞ্চার ঘটানো হয়েছে। আর সেখানে আকাশ ভেদ করে সেও এগিয়ে চলেছে মানুষের বুদ্ধির ই দৌলতে।

সেইসময় সেইসব দৃশ্য দেখতে দেখতেই তাঁর ও ইচ্ছে হয়েছিল বড় হয়ে এর রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করবেনই করবেন। শুধু তাই নয়, তার হালও ধরবেন

তিনি এবং মহাশূণ্যের বুক চিরেই এগিয়ে যাবেন দিক থেকে দিগন্তের অসীম সীমানায়।

ঠিক সেইসময় থেকেই মনে মনে প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছিলেন তিনি এবং একটা সময় পূর্ণ করেছিলেন নিজের মনের ইচ্ছেও। সেটা ১৯৫৯ সালের কথা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। এয়ার সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডি . সি - ৩ এর পাইলট হিসেবে ডাকোটা বিমানের চালকের আসনে বসেন তিনি।

তিনি দূর্বা ব্যানার্জি । ভারতীয় সেনা বিমান সংস্থার প্রথম মহিলা পাইলট তিনি। অবশ্যই এই বাংলার প্রথম কৃতী মহিলাও। আর সেটা ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব ও করি আমরা । প্রথমে ভারতীয় সেনা বিমানের পাইলট হিসেবে তিনি নিয়োজিত হলেও পরে অবশ্য সফল একজন বানিজ্যিক পাইলট হিসেবে নিজেকে প্রমাণ ও করেন তিনি। আর সেখানেও এই বাংলার মেয়ে দূর্বা ব্যানার্জিই ছিলেন প্রথম মহিলা পাইলট। এয়ার সার্ভে ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ১৯৬৬ সালে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে চলে আসেন এবং কফার এবং - ২৭ বিমানের প্রথম বানিজ্যিক মহিলা পাইলট হিসেবে আকাশে বিমান উড়িয়ে নিজেকে নতুনভাবে চিহ্নিত ও করেন। তারপর বাইশ বছর ধরে দীর্ঘ আকাশ পথ পরিভ্রমণ ও করার পর ১৯৮৮ সালে অবসর গ্রহণ করে নতুন নজির সৃষ্টিও করেন তিনি।

ছেলের বউ নয়, ঘরের মেয়ে হিসাবে স্বীকৃতি পাক সকল বিবাহিত মহিলারা

শুভজিৎ বসাক

সাম্প্রতিক সময়ে বিবাহবিচ্ছেদ, পরকীয়া কিংবা দাম্পত্য কলহজনিত আত্মহননের মতো ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারে আইনি সংস্কারের চেয়েও বেশি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এবং সুস্থ মানসিকতার বিকাশ। বাস্তবে একজন মেয়ে যখন লাল বেনারসি আর চন্দনের ফোঁটায় সেজে তার শৈশবের বারান্দা আর বাবা-মায়ের স্নেহের ছায়া ছেড়ে নতুন এক সংসারে পা রাখে, তখন সে কেবল এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায় না; সে আসলে নিজের চেনা পরিচয় বিসর্জন দিয়ে এক নতুন অস্তিত্বের সন্ধানে বের হয়। বিড়ম্বনা এখানেই যে, আধুনিক সমাজ তাকে ‘গৃহলক্ষ্মী’র মতো অলঙ্কারিক অভিধায় ভূষিত করলেও, তাকে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় বা মানসিক পরিসরে ‘ঘরের মানুষ’ হিসেবে গ্রহণ করতে চরম কার্পণ্য দেখায়। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইমের তত্ত্বানুসারে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠীর সাথে পর্যাপ্তভাবে সংহত (জ্ঞ:ঠ্ঠ্রস্কুঋ্ঠ্র) হতে পারে না, তখন তার মধ্যে জন্ম নেয় ‘অ্যালিয়েনেশন’ বা বিজাতীয়করণ।

এই ভাঙনের বীজ রোপিত হয় বৈষম্য থেকে। নিজের মেয়ের ভুল যেখানে সস্নেহে মার্জনা করা হয়, সেখানে পুত্রবধূর সামান্য বিচ্যুতিকে যখন শাসনের আতশিকাচের নিচে বিচার করা হয়, তখন সেই দ্বিমুখী নৈতিকতা মেয়েটির আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দেয়। মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় একে বলা হয় ‘ইমোশনাল নেগলেক্ট’ বা আবেগীয় অবহেলা। মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৬৫-৭০ শতাংশ নববিবাহিত নারী শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ বা ‘আইসোলেশন’-এর সম্মুখীন হয়। আবার অন্যদিকে, যে ঘরে মেয়ে নেই, সেই পরিবারে অনেকসময়ই নববিবাহিত মেয়েটিকে পরিবারের ‘অংশ’ হিসেবে গ্রহণ না করে কেবল ‘বাইরের লোক’ বা আধুনিক যুগের ভাষায় ‘পরিচারিকা’ হিসেবে চিরকালীন এক অসভ্য ভাবধারায় বিবেচনা করে, সেই পরিবারে শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর পক্ষে জীবন অতিবাহিত করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

এই যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া; এটি একটি নীরব বিষক্রিয়ার মতো। নিজের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার পরও যখন সে স্বীকৃতি পায় না, তখন তার মনের কোণে জমা হয় পাহাড়প্রমাণ রাগ ও অভিমান। দীর্ঘদিনের এই অবদমিত ক্ষোভ যখন একদিন বিস্ফোরিত হয়, সে চিৎকার করে ওঠে- তখন সমাজ তাকেই ‘ঘর ভাঙানি’ বা ‘অশান্ত’ বলে তকমা দেয়। কিন্তু সেই রাগের পেছনের সত্যতা কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। অথচ গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, এটি কোনো আকস্মিক রাগ নয়, বরং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিফলন। তাই কোনো সাংসারিক বিবাদ বা ভাঙনের বিচার করার আগে সেটি তলিয়ে দেখা জরুরি; কারণ ওপরের শান্ত সমুদ্রের নিচে অনেক সময় অনেক বড় ঢেউ লুকিয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে বিবাহবিচ্ছেদ ও পরকীয়ার হার যে হারে বাড়ছে, তা সত্যিই উদ্বেগের। সাম্প্রতিক সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের হার গত দশ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (গুঞ্চখ্রট্রঙ্ক)-এর তথ্যানুযায়ী, পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক নিষ্ঠুরতাই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান অনুঘটক।

অনেকেই অবাক হয়ে দেখে, একটি শান্ত মেয়ে হঠাৎ কেন পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল বা কেন বিচ্ছেদ চাইল। কিন্তু এর মূলে থাকে ‘ইমোশনাল নেগলেক্ট’ বা আবেগীয় অবহেলা। যখন নিজের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির মানুষের কাছে সে প্রাপ্য সম্মান ও বন্ধুত্ব পায় না, তখন মনের সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য সে অবচেতনভাবেই বাইরের পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। একে কেবল ‘চরিত্রহীনতা’ বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না; বরং এটি অনেক ক্ষেত্রে একটি অসহিষ্ণু পারিবারিক কাঠামোর বিরুদ্ধে মেয়েটির অবদমিত ক্ষোভের এক মর্মান্তিক বহিঃপ্রকাশ।

একটি চারা গাছকে যেমন পুরনো টব থেকে তুলে নতুন মাটিতে লাগালে তাকে বাড়তি জল ও যত্নের প্রয়োজন হয়, নতুন বউকেও ঠিক তেমনি বিশেষ মমতায় আগলে নিতে হয়। তাকে কেবল ‘ছেলের বউ’ নামক এক সংকীর্ণ সংজ্ঞায় আটকে না রেখে যদি ‘ঘরের মেয়ে’ হিসেবে পূর্ণ অধিকার দেওয়া যায়, তবে সে নিজেই সেই সংসারকে বটবৃক্ষের মতো আগলে রাখবে। ত্যাগের মর্যাদা না দিলে সেই ত্যাগ একদিন তিক্ততায় রূপ নেয়, যা পুরো পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। প্রতিটি পরিবারকে আজ নতুন করে ভাবতে হবে; আপনার ঘরের মেয়েটি অন্য বাড়িতে গিয়ে যে সম্মান আশা করে, আপনার ঘরে আসা মেয়েটিও ঠিক সেইটুকুই পাওয়ার দাবি রাখে।

পরিশেষে, পরিবার কেবল রক্তসম্পর্কে গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে বিশ্বাস আর সমানাধিকারে। বিবাহিত মেয়েটি যেন তার শ্বশুরবাড়িতে কেবল একজন পরিচারিকা বা অতিথির মতো না থাকে, বরং সে যেন পায় নিজের মেয়ের মতো অবাধ অধিকার। আদালত বা আইনের লড়াই দিয়ে কখনো শান্তি ফেরে না। শান্তি ফেরে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে। ত্যাগের প্রতিদান অবহেলা নয়, হোক নিঃশর্ত মায়া। আজ থেকে প্রতিটি ঘরে ‘ছেলের বউ’ নয়, বরং জন্ম নিক এক একজন ‘ঘরের মেয়ে’।